NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ ৪১ পেরিয়ে অ্যান্ডারসনের 'নতুন' রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'অচেনা' বার্টলেটে আটকা ক্যারিবীয়রা ৮

কলকাতা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৯ মাঘ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 03.02.2024, Vol.17, Issue No.232, 8 Pages, Price 3.00

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচি শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে নিজে ৪৮ ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচিতে শামিল স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী। শুক্রবার থেকে রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধর্না শুরু করেছেন তিনি। চলবে শনিবার রাত পর্যন্ত। কিন্তু তার পরও চলবে বকেয়া বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আর শুক্রবার এই মঞ্চ থেকেই আগামী ১০ দিনের কর্মসূচি ঠিক করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, রাতে তিনি ধর্নামঞ্চেই থাকবেন। কেউ চাইলে চলে যেতেই পারেন। তবে শনিবার ফের ১০টার মধ্যে রেড রোডে হাজির হতে হবে। শনিবার দলের সাংসদদেরও এই ধর্নামঞ্চে যোগ দেওয়ার কথা।

শুক্রবার ধর্নামঞ্চ থেকেই টানা দলের কর্মসূচি বানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, তিনি ৩ তারিখ পর্যন্ত ধর্নায় থাকছেন। তার পর তাঁকে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। এর মাঝে ৫ তারিখ দিল্লি যাবেন তিনি, 'এক দেশ এক ভোট' নিয়ে বিশেষ কমিটির ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যাতে ছেদ না পড়ে, তার জন্য তালিকা করে দিলেন। আগামী ১৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি।

আগামী ৪ তারিখ প্রতিবাদ কর্মসূচির দায়িত্বে থাকবে যুব তৃণমূল। ৫ তারিখ টিএমসিপির নেতৃত্বে হবে কর্মসূচি। পরের দিন, ৬ তারিখ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে এর নেতৃত্বে। ৭ তারিখ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন অর্থাৎ মানস ভুঁইঞা, দোলা সেনের নেতৃত্বে হবে প্রতিবাদ। ৮ তারিখ দলের সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি অর্থাৎ বীরবাহা হাঁসদা, সুকুমার মাহাতোরা কর্মসূচির দায়িত্বে থাকবেন। ৯ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বকে দেওয়া হয়েছে কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব।

৯ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১০ তারিখ উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ তারিখ হাওড়া, ১২ তারিখ হুগলি, ১৩ তারিখ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা নেতৃত্ব প্রতিবাদ কর্মসূচি করবেন। ১৪ তারিখ মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বকে কর্মসূচির দায়িত্ব দিলেও পরে সরস্বতী পুজোর কারণে তা বাতিল করে দেন নেত্রী নিজেই। তবে জানান, এর পর বুথে বুথে বঞ্চনার প্রতিবাদে দলের কর্মসূচি চলবে।

'এটা অন্তর্বর্তী নয়, অন্তিম বাজেট'

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে পেশ করা বাজেটে কার্যত আশাহত আমজনতা। শুক্রবার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'এটা অন্তর্বর্তী নয়, অন্তিম বাজেট', খোঁচা তাঁর।

মমতা বলেন, 'অমিতদাকে জিজ্ঞাসা করলাম এককথায় কী বলা যায়? অশ্বডিম্ব? এটা অন্তর্বর্তী বাজেট নয়, অন্তিম বাজেট। গরিব মানুষের জন্য শুধু যন্ত্রণা। একটা কথা বলেনি। খাদ্য সাবসিডি কমিয়ে ১০ শতাংশ করে দিয়েছে। কৃষকের জন্য কিছু নেই। মহিলা সংরক্ষণের জন্য বলে। আমরা তো ৩৪ শতাংশ করে দিয়েছি কবে।'

উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের বঞ্চনার প্রতিবাদে পূর্ব ঘোষণা মত শুক্রবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচি শুরু করেছেন তৃনমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য শীর্ষ নেতারাও কালো পোশাকে প্ল্যাকার্ড হাতে ধর্নায় সামিল হয়েছেন। ধর্না মঞ্চ থেকে তাঁরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় এনে যে সব সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে তাঁরা তার থেকে বেশি সুবিধা পান বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর ধর্না মঞ্চে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতায় শুধু মাত্র ওই প্রকল্পের কর্মীরা সুযোগ পাবেন। যদিও রাজ্যের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে আশা ও অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের পাশাপাশি তাঁদের মা, বাবা, স্বামী সন্তানরাও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ পান। একই সঙ্গে আয়ুষ্মান প্রকল্পে রাজ্যকে ৪০ শতাংশ অর্থ দিতে হয়। তাই রাজ্যে কোনোভাবেই আয়ুষ্মান প্রকল্প চালু করা হবে না বলে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটকে অন্তঃসার শূন্য বলে তীব্র সমালোচনা করে অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, এই বাজেট সমাজের কোনো অংশের মানুষকে স্বস্তি দেয়নি। বিজেপি বুঝেছে তারা আর ক্ষমতায় আসবে না। তাই এই অন্তঃসার শূন্য অন্তিম বাজেট পেশ করেছে। রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ধর্না মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে নারী বিরোধী বলে অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি মহিলা কুস্তিগীরদের আন্দোলন, মহিলা সংরক্ষণ বিল দ্রুত কার্যকর না করার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের সমালোচনা করেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শত্রুঘ্ন সিন্‌হা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে রাজনীতি করার অভিযোগ করেন। যেভাবে একের পর এক বিরোধী দলের নেতাকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে জেলে ভরা হচ্ছে তার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। নেতাদের দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাধ্যমে জেলে ভরা হচ্ছে তার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ইডিকে একহাত নিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের কাছে বকেয়া চেয়ে ডেডলাইন শেষ। তাই পূর্বঘোষণামতো বঞ্চনার প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার ধর্নায় বসেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডের সেই ধর্না থেকে কেন্দ্রকে ফের তুলোধনা করলেন তিনি। নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেও। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির নোটিস নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক যখন জন্মায়নি, তখনই ইডি নোটিস পাঠিয়েছে।

রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বুঝুন! ২০০৩ সালের হিসাব চাইছে আমার কাছে। তখন এই দলটা শিশু। অভিষেককে একটা চিঠি দিয়েছে, সেই সময় অভিষেক জন্মায়নি। আমি কেন ২০০৩ সালের দায়িত্ব নিতে যাব? আমি ২০১১ সালের পর থেকে দায়িত্ব নেব।'

ক্যাগ রিপোর্টে সব মিথ্যা, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা সিএজি রিপোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির উল্লেখ থাকার প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। শুক্রবার ময়দানের ধর্না মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের ওই রিপোর্টে তোলা অভিযোগ খন্ডন করে নেত্রী বলেন, রিপোর্টে এমন সময়ের কথা বলা হয়েছে তখন ক্ষমতায় থাকা দূরস্থান, তৃণমূল কংগ্রেসের সবে জন্ম হয়েছে। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রের কাছ থেকে আসা টাকা খরচের হিসাব বা ব্যবহারিক শংসাপত্র কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে আজ তিনি কড়া চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানান। পাল্টা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, কেন্দ্র সরকারের সব বিভাগেই ৩০ শতাংশ কমিশন নেওয়া হয়ে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস! সাংবাদিক বৈঠক করে সত্যিটা জানাল পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের মাধ্যমিকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুর্নীতির মরশুমে আটঘাঁট বেঁধে ময়দানে নেমেছিল পর্ষদ। সেন্টার থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আসার মাধ্যম-সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল সর্বক্ষেত্রেই। তারপরও রোখা যায়নি প্রশ্নপত্র ফাঁস। এতকিছুর পরও মাধ্যমিকের প্রথম দিনে বেরিয়ে গেল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ভাইরাল হয়েছিল প্রশ্নপত্র। পরে মিলিয়ে দেখা যায়, আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে সেই ভাইরাল হওয়া প্রশ্নপত্রের! পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। পরীক্ষা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন পর্ষদ সভাপতি। তিনি সামনে আনলেন কোথা থেকে কোন ছাত্ররা এই প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছিল।

পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, লখিমপুর ও ইংরেজবাজার দুই জায়গা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বেরিয়েছিল। এক জন ন'ঘরিয়া হাইস্কুলের ছাত্র। আরেকজন চামাগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র। এই দুই ছাত্র প্রশ্নপত্রের ছবি তুলেছিল। এক জনের সিট পড়েছিল ইংরেজবাজার ৩ এর রায়গ্রাম হাই স্কুল। আরেকজনের লখিমপুর ৬-এর বেদরাবাদ হাইস্কুলে সিট পড়েছিল।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বেরিয়ে পড়ার ২৫ মিনিটের মধ্যেই দুই ছাত্রকে ট্র্যাক করা গিয়েছিল বলে পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন। এই বছর ওই দুই ছাত্রী আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। সঙ্গে পর্ষদ সভাপতি এও বলেন, 'পরীক্ষা বাতিল করে আমরা আনন্দ পাই না। তবে এটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা।'

পর্ষদ সভাপতি এও বললেন, 'দয়া করে আর এমন কেউ করবেন না। শিক্ষকরা প্রফেশনাল নিরাপত্তার দায়িত্বে নন। তাদের হয়ে সাফাই গাইছি না। ১৬ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের বডি সার্চ ওইভাবে করা সম্ভব নয়। আমি শিক্ষকদের আরও কড়া নজরদারির আবেদন করব।' তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এত নিরাপত্তার পরও কীভাবে পরীক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ফোন থেকে গেল।

হেমন্তের গ্রেপ্তারি নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরূপ মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ৫ দিনের ইডি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। আর এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তাঁর সাফ বক্তব্য, 'হেমন্ত সোরেনের মতো ভালো একজন আদিবাসী নেতাকে এভাবে গ্রেপ্তারির কড়া নিন্দা জানাচ্ছেন তিনি। নির্বাচিত সরকারকে ফেলার জন্য এটা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গভীর ষড়যন্ত্র। উনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়াতে আমি বদ্ধপরিকর, গণতন্ত্রকে বাঁচানোর তাগিদে।'

জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের মামলায় বুধবার রাতে হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তার আগেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। গ্রেপ্তারির পরের দিনই জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন হেমন্ত। শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় হেমন্তের জামিনের আবেদনের শুনানি। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ এই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয় শীর্ষ আদালত। বরং হাইকোর্টেই আবেদন করুন সোরেন। যদিও এদিন রাঁচি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করার আগেই তাঁকে ৫ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেয় বিশেষ পিএমএলএ আদালত।

আর তাঁর এই গ্রেপ্তারি নিয়ে কড়া আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বরাবরই অভিযোগ করেছেন যে বিরোধীদেরই নিশানা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারিও তাঁদেরই গভীর ষড়যন্ত্র বলে মনে করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর আরও আশা, ঝাড়খণ্ডের মানুষ এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন। তাঁরা জয়ী হয়েই ফিরবেন।

রেশন দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে জেলবন্দি বাকিবুর রহমান, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বনগাঁর প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান শংকর আঢ্য। ইডির স্ক্যানারে সন্দেশখালির ফেরার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। এই পরিস্থিতিতে এবার রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা সব মামলার তদন্তভার সিবিআইকে তুলে দেওয়ার দাবি। কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছে ইডি। আগামী সপ্তাহে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

রেশন দুর্নীতি মামলায় রাজ্য পুলিশের কাছে ৬টি মামলা রয়েছে। হাইকোর্টে ইডির বক্তব্য, ওই ৬টি মামলায় রাজ্য পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করেনি। মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বাদ রেখেই তদন্ত করেছে। তাই সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আরও বিস্ফোরক দাবি, এই দুর্নীতিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা মন্ত্রীও জড়িত রয়েছে। যোগসাজশের পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই মামলাগুলির কী অগ্রগতি হয়েছে এবং যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি বলেই দাবি ইডির। রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা এই দুর্নীতির তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, অভিযোগ ইডির। উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে ইডি তদন্ত করছে। ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে জেলবন্দি বাকিবুর রহমান, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বনগাঁর প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান শংকর আঢ্য। ইডির স্ক্যানারে সন্দেশখালির 'ফেরার' তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানও। ইডির নজরে রয়েছেন ধৃতদের পরিবারের লোকজনও। জ্যোতিপ্রিয় থেকে শংকর আঢ্য সকলেই তাঁদের পরিবারের লোকজনের নামে বিভিন্ন সংস্থা খুলে আর্থিক লেনদেন করেছেন বলেই দাবি ইডির। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি হয়েছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। শংকর আঢ্যর ফোরেক্স সংস্থার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলেও তথ্য পেয়েছে ইডি।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ চম্পাই সোরেনের

রাঁচি, ২ ফেব্রুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন জেএমএম নেতা চম্পাই সোরেন। শুক্রবার সোওয়া ১২টার সময় রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণাণ চম্পাইকে শপথবাক্য পাঠ করান। দশদিনের মধ্যে তাঁকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে। এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন একজন কংগ্রেসের এবং একজন আরজেডির বিধায়ক।

রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, চম্পাই শুক্রবার শপথ নেওয়ার পরেও গেরুয়া শিবির ঘোড়া কেনাবেচার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বিধানসভায় আস্থাভোটে চম্পাইকে পরাস্ত করে বিজেপি সরকার গঠনের দিকে যেতে পারে। যদিও চম্পাই শিবিরের দাবি সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁদের হাতে অন্তত ৪৭ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে।

বুধবার রাতে হেমন্ত সোরেন গ্রেপ্তার হওয়ার পরই থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে সাসপেন্স শুরু হয়। হেমন্তের জায়গায় চম্পাইকে নেতা হিসাবে বেছে নেয় জেএমএম। বুধবার রাতেই চম্পাই রাজভবনে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানিয়ে আসেন। বিধায়কদের সমর্থনের চিঠিও জমা দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণাণের গড়িমসিতে বৃহস্পতিবার তাঁর শপথ নেওয়া হয়নি। এদিকে চম্পাই যেদিন শপথ নিলেন সেদিনও ঝাড়খণ্ডে ইডির তৎপরতা নিয়ে সরব বিরোধীরা। ঝাড়খণ্ডে ইডির বাড়বাড়ন্তের অভিযোগে লোকসভায় ওয়াকআউট করেছেন ইন্ডিয়ার সাংসদরা।

খাড়গের বৈঠকে অনুপস্থিত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সংসদে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ঘরে ডাকা বৈঠকে উপস্থিত থাকলো না তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু, এই মুহূর্তে কংগ্রেসের সাথে তাদের যে সম্পর্ক কারো অজানা নয় তাই এই বৈঠকে থাকার কোনও মানেই হয় না। এর জন্যে দায়ী করলেন, কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের। এদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইন্ডিয়াতে তৃণমূল ও কংগ্রেসের যে দূরত্ব তার দায় নিতে হবে কংগ্রেসকেই। তিনি বলেন, ন্যায় যাত্রার খেত্রে রাহুলের উচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলা। সেটা না বলাতেই ন্যায় যাত্রা আজ অন্যায় যাত্রা হয়ে গিয়েছে।

পাঁচ দিনের ইডি হেপাজত হেমন্ত সোরেনের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন হেমন্ত সোরেন। বিশেষ অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) আদালত শুক্রবার জেএমএম নেতাকে পাঁচ দিনের ইডি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। এ দিনই সকালে হেমন্তের করা মামলায় জরুরি হস্তক্ষেপ করার আর্জি নাকচ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়।

এদিকে পাঁচদিনের জন্য ইডি হেপাজতে পাঠানো হল হেমন্ত সোরেনকে। শুক্রবার তাঁর হেপাজতে থাকার মেয়াদ বাড়াল রাঁচির বিশেষ আদালত। পিএমএলএ আদালত জানায়, আগামী পাঁচ দিন ইডির হেপাজতেই থাকবেন ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার সন্ধ্যায় হেমন্তকে গ্রেপ্তার করার পর বৃহস্পতিবার সকালে রাঁচির বিশেষ আদালতে তাঁকে হাজির করায় ইডি। হেমন্তকে ১০ দিনের জন্য হেপাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। বৃহস্পতিবার আদালত সে বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি। শুধু জানায়, বৃহস্পতিবার জেল হেপাজতে রাখা হোক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। তার মধ্যে গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শিবু সোরেনের পুত্র।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হেমন্তকে আগে হাইকোর্টে আবেদন জানাতে হবে। উচ্চ আদালতের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করবে না সুপ্রিম কোর্ট। গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় মামলাটি শোনার জন্য তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছিলেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব খন্না। এ ছাড়া, ওই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৭ নং এফিডেভিট বলে Kumaresh Mondal S/o. Achal Mondal ও Kumaresh Mandal S/o. A. K. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৩ নং এফিডেভিট বলে Koushik Das S/o. Sukumar Das ও Koushik Das S/o. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৫৯ নং এফিডেভিট বলে Subhra Kamal Guhathakurta S/o. Siva Parasad Guhathakurta, Subhrakamal Guhathakurta S/o. Shibaparasad Guhathakurta ও Subhra Kamal Guha Thakurta S/o. S. Pd. Thakurta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ইংরাজী ১৬/১০/২০২৩ S.D.E.M.(S), Berhampore, Murshidabad, আদালতের হলফনামা বলে ঘোষণা করেতেছি যে, আমার মায়ের মৃত শংসাপত্র, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড এবং জমির রেকর্ডে Rahidul Sk, Rahidul Sekh, Samad Sk, Samad Sekh, Samad Mondal এবং Runa Khatun, Runa Bibi, লিপিবদ্ধ আছে। Rahidul Sk ও Rahidul Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। Samad Sk, Samad Sekh ও Samad Mondal এক ও অভিন্নব্যক্তি। Runa Khatun ও Runa Bibi এক ও অভিন্নব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে Somnath Chatterjee S/o. Ajit Kumar Chatterjee ও Dr. Somnath Chatterjee S/o. A. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৮ নং এফিডেভিট আমি Soumen Santra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shital Santra ও Sital Kumar Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Bhola Nath Mondal (old name) S/o. Dhiren Chandra Mondal R/o. Station Road, Pally Shree West, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bhola Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Bhola Nath Mondal & Bhola Mondal S/o. Dhiren Chandra Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Pieu Mondal.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-31/KGP-I/2023-24.** Last date of submission **13.02.2024 up to 17.00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা ফেব্রুয়ারি। ১৯শে মাঘ, শনিবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধের মহাদশা। বিংশোত্তরি বৃহস্পতির মহা দশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ দিনটির গ্রহ-সংস্থান খুব ভালো নয়। পরিবার স্বজনের মধ্যে বিবাদ বিতর্ক। সামান্য ছোট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে বড় তর্ক বিবাদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল তা আজ বাধা পড়বে। ঋণ বিষয়ে ব্যাংকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। আজ সতর্ক থাকা ভালো। ফোন কল দ্বারা বিবাদের সৃষ্টি। গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যানে মগ্ন থাকুন। বাধা কেটে যাবে।

বৃষ রাশি : আজ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় ব্যবসায় লাভ প্রাপ্তি। যারা কর্মের আবেদন করছেন, কর্মপ্রার্থী তাদের শুভ যোগাযোগের দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা, আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বাধা কেটে যাবে। আজ এক পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করলে শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে প্রশান্তি। উর্ধ্বতন কর্মচারী, আপনার ওপর যে কালো নজর দিচ্ছিলেন, আজ তা শুভত্ব পরিণত হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ দিন। যারা উচ্চবিদ্যার গবেষণা কাজে রত, তাদের শুভ সুযোগ আসছে। বেসরকারি কর্মে যারা আছেন, তাদের নতুন কোন কর্মের, নতুন পথের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ একজন অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে, আলোচনা করার পর, কোন বিশেষ বিষয়ের লগ্নী করতে পারেন। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। নতুন বাড়ি ফ্ল্যাট বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন- তাদের আজ নতুন পথ দেখা যাবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। স্বজন পরিজন নিয়ে ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ১০৮ বিল্ব পত্র দিন, বাবা বিশ্বনাথের চরণে এবং তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলনে সুখ প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আজকের গ্রহ সংস্থান অনুযায়ী যদি ধৈর্য সহ চলেন, তবে শুভ-যোগাযোগ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি না করার জন্য বন্ধু বান্ধবের কাছে, স্বজনের কাছে, আপনি অপমানিত হতে পারেন। বান্ধব স্বজন আপনাকে আজ এড়িয়ে চলবে। প্রতিবেশী আপনাকে এড়িয়ে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য কলহ বিবাদ বিতর্কের কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন। তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখ বৃদ্ধি।

কন্যা রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি বৃদ্ধি হবে। অর্থ প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা যানবাহনের ব্যবসায়ী, যারা আইন ব্যবসায়ী যারা পরামর্শদাতা, তাদের আজ অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ছোট ভ্রমণের পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশ্বাস করে এগিয়ে চলুন পরিবারের সহযোগিতা আজ পাওয়া যাবে। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ একটি দৈব যোগ, ঐশ্বরিক যোগ, আজ আপনার সাথে থাকবে। যারা বড় ব্যবসা করেন, তাদের নতুন কোন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তির দিন, সম্মান প্রাপ্তির দিন, বিশেষত প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল বিবাহের পাকা কথা বিষয় এগোতে পারেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা লাভ। বান্ধব দ্বারা শান্তির বাতাবরণ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : বেতনভুক কর্মচারী, যারা- বেসরকারি বেতনভুক কর্মচারী, তাদেরও সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কাজটা এতদিন করতে পারছিলেন না-- আজ তা হয়ে পড়বে। বান্ধব পরিজন স্বজনের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দাম্পত্য শান্তি। প্রেমিক যুগলের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে ধ্যানে লাভ প্রাপ্তি।

ধনু রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান বলছে, গৃহ বিবাদ, দাম্পত্য অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে শান্তি নষ্ট। রয়েছে বান্ধব দ্বারা শত্রুতাবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ বাধা প্রাপ্ত দিন। যারা জমি বাস্ত ভূমির কাজ করেন তাদের আজ বড় চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গ্রহ সংস্থানে আটকে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন ধৈর্য রাখুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার দিন। আজ কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন এবং তা সাফল্যে পরিণত হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। পরিবারের স্বজন আমন্ত্রিত মানুষ হয়ে সম্মান জানাবে আপনাকে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ গৃহবধূদের জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনায় বিপদ কাটবে।

কুম্ভ রাশি : লেখক শিল্পী সাংবাদিক, অভিনেতা, সম্মান প্রাপ্তির দিন। আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। আপনার বুদ্ধির দ্বারা, বুদ্ধির চাতুর্যে শত্রু পরাজিত হবে। বন্ধু বেশি শত্রুকে আজ চিনতে পারবেন। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনা করুন শুভ হবে। যারা বাণিজ্য করেন তাদের নতুন কোন চুক্তি সম্পাদন হতে পারে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন।

মীন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। দুই সন্তানের মধ্যে এক সন্তান কে নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা চিন্তা থাকবে। ছলনাময়ী বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধৈর্য রাখতে হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা আজ পাওয়া যাবে না। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগলের দুশ্চিন্তা। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখ বৃদ্ধি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Koyel Mukherjee & Koyel Mukherjee Sikdar D/o. Saroj Kumar Mukherjee W/o. Anamitra Sikdar R/o. 298, Kumar Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Anagh Sikdar.

নাম-পদবী

আমি, পাপ্পু কুমার সিং, পিতা গজানন্দ সিং, ঠিকানা : এফ/৩৫, সুন্দিয়া হাউসিং এস্টেট, ভাটপাড়া (এম), পো এবং থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৫, পশ্চিমবঙ্গ, মহামান্য ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারাকপুর সমীপে ১০/১০/২০২৩ তারিখে হলফনামা দাখিল দ্বারা - পাপ্পু সিং হিসেবে পরিচিত হইলাম। পাপ্পু কুমার সিং এবং পাপ্পু সিং এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করছি।

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar S/O Santosh Kumar Dutta residing at 1-C, Royal Edifice, New Town, Inda, Kharagpur shall henceforth be known as Manoj Kumar as declared by 1st class(JM), Paschim Medinipur vide affidavit no 1653 on 31.01.2024. Manoj Kumar, Manoj Kumar Dutta & Dutta Manoj Kumar are same, one & identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shobh Prakash Singh S/O Sri Rajendra Singh residing at H/No. 42, BL. No. 11, P.O.+P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN- 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, Barrackpore dated 24.01.2024 that AVIRAJ SINGH is my son and his actual and correct name is AVIRAJ SINGH but in his birth certificate issued by Naihati Municipality, his name was recorded as AVIRAJ SINGH RAJPUT. The purpose of this declaration is the correction of his name in his birth certificate to avoid any future complications and litigations. AVIRAJ SINGH and AVIRAJ SINGH RAJPUT is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur
Succession Certificate
Case No. 7/2023

শ্রীমতী জ্যোৎস্না রানী সামন্ত
.......দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-সবং, বিষ্ণুপুর সাকিনের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা মৃত বাপন সামন্ত, পিতা- শ্রী বিমল সামন্ত এর Life Insurance Corporation of India, Egra Branch -এ গচ্ছিত নিম্ন তপশীলে বর্নিত Death Benefit Claim ওয়ারিশ সুত্রে পাইবার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্তকারিনী অত্র নম্বর মোকর্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্য দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে।

Schedule

Life Insurance Policy Certificate of **Bapan Samanta (deceased). Policy No. 499533970** issued by the Life Insurance Corporation of India, Kharagpur Divisional Office, Inda, Kharagpur-721305, Branch Office at Egra, P.O.-Egra, Dist- Purba Medinipore- 721429, Insurance death benefit claim approx **Rs. 1,00,000/-** with all dues which is lying above noted Branch Office of L.I.C.I.

তারিখ:- 04/10/2023
আদেশানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

নোটিশ

সংশ্লিষ্টের প্রতি

সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হচ্ছে যে শ্রী বাসুদেব ঘোষের উভয় পুত্র শ্রী সলিল ঘোষ এবং শ্রী অশোক ঘোষ, ঠিকানা- ডুপ্লেক্সপট্টি মেইন রোড, পোস্ট ও থানা -চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২১৩৬- এর নামে হুগলীর এ.ডি.এস.আর চন্দননগরে রেজিস্টার্ড দলিল নং-১৬৬৩ সাল- ২০১২ তারিখ- ২৯/০৫/২০১২ হারিয়ে গেছে, এই বিষয়ে চন্দননগর থানায় যথাযথভাবে জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয়েছে যার নং ১৩৭১/২০২৪, তারিখ - ২৪/০১/২০২৪ । যদি কোনো ব্যক্তি/উক্ত স্বত্ব দলিল খুঁজে পান বা হদিস পাওয়া যায়, তাহলে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা ফেরত দিন। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না। এই অনুপস্থিত দলিলের জোরে কোনো ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো লেনদেন করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

সম্পত্তির তফসিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকার পরিমাপ ২ বিঘা ৯ কাঠা ১৪ ছটাক বা ০.৮২৪ একর যার অবস্থান- মৌজা-চন্দননগর, জেএল নং-১, শীট নং- ১৮, আরএস দাগ নং - ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৬, আরএস খতিয়ান নং -১৩৯ এর অন্তর্ভুক্ত, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পরিধির মধ্যে, হোল্ডিং নং- ৩৯, ডুপ্লেক্সপট্টি মেইন রোড, ওয়ার্ড নং- ১৯, থানা- চন্দননগর এর অধীনে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

সান্তনু নন্দী
(অ্যাডভোকেট)
যোগাযোগ নং - ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ওরা ঝাড়খণ্ডে বিধায়ক কেনাবেচা করে সরকার গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে : জয়রাম রমেশ

মিলন গোস্বামী

রামপুরহাট: ইন্ডিয়া জোট বিধানসভার জন্য নয়, লোকসভা নির্বাচনের জন্য। বিজেপির শাসনে গণতন্ত্র ও সংবিধান সুরক্ষিত নয়, তাই ২৭ টি দল এক সঙ্গে লোকসভায় লড়াই করবে। ঝাড়খণ্ডে ভারতজোড়ো যাত্রা প্রবেশ করার আগে মাড়গ্রাম থানার স্বাদীনপুর গ্রামের কাছে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা বললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।

শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে মুর্শিদাবাদ হয়ে রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রার কনভয় বীরভূমের তারাপীঠ থানার মাজিপাড়ায় ঢোকার কথা ছিল। কিন্তু এদিনই শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার অনুমতি দেয়নি বীরভূম জেলা পুলিশ। অনুমতি ছাড়াই তারাপীঠ থেকে মুরারই থানার রাজগ্রাম পর্যন্ত ন্যায় যাত্রা কর্মসূচি করে কংগ্রেস। ফলে পরীক্ষার দোহাই দিয়ে রাহুলের কনভয় মুর্শিদাবাদ থেকে দেড়ঘণ্টা দেরিতে বীরভূমে ঢোকে। দেরিতে যাত্রা শুরু হলেও কোথাও তাঁর কনভয়কে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়নি পুলিশ। কংগ্রেসের দাবি, পরীক্ষা অজুহাত, মালদা, শিলিগুড়িতেও রাহুল গান্ধির ভারতজোড়ো যাত্রার অনুমতি ছিল না। কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি মিলটন রসিদ বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও রকম অসুবিধা আমরা করব না বলে আগেই আমরা লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। তারপরও পুলিশ আমাদের পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। পুলিশ শুধুমাত্র তৃণমূলের কোনও কর্মসূচি ছাড়া বাকি কোনও দলের কর্মসূচিতে অনুমতি দেয় না।

এদিন ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মাড়গ্রাম থানার স্বাদীনপুর গ্রামের কাছে রাহুল গান্ধির মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে রাহুল গান্ধি কিংবা প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী মুখ খুলতে চায়নি। সাংবাদিক সম্মেলন করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 'অপারেশন লোটাস' করতে চাইছে। ইন্ডিয়া জোট লোকসভা নির্বাচনের জন্য। কোনও রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নয়। যেমন- কেরালের বিধানসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট থাকবে না। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনে আমরা ২৭ টি রাজনৈতিক দল এক হয়ে লড়ব। আমরা দেশের একমাত্র দল যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনও ভাবেই বিজেপির সঙ্গ দিইনি। সদ্য গ্রেপ্তার হয়েছে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন। নতুনভাবে সরকার গঠন নিয়ে টালবাহানা চলছে সেখানে। সেই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, বিহারে রাতারাতি সরকার হয়ে যাচ্ছে। আর ঝাড়খণ্ডে দেরি হচ্ছে। যেখানে আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাও দেরি করছে। এর কারণ স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সময় চাইছেন যাতে ব্যবসা করতে পারেন। এটার নাম 'অপারেশন লোটাস'। ওরা এখানে বিধায়ক কেনাবেচা করে সরকার গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

রাহুল গান্ধির কনভয়ে থাকা অ্যাম্বুল্যান্স চালককে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রামপুরহাট: পাঁচদিনের বাংলা সফর শেষে ঝাড়খণ্ড ঢোকার আগেই রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার তাল কাটল মুরারই থানার রাজগ্রামে। রাহল গান্ধির সফরের অ্যাম্বুল্যান্স চালককে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে আটক করে পুলিশ। যদিও এনিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে রাহুল গান্ধির কনভয় নলহাটি, মুরারই, রাজগ্রাম হয়ে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে। তাঁর আগেই রাহুল গান্ধির সঙ্গে থাকা অ্যাম্বুল্যান্স তিনটি পুলিশের গাড়িকে ধাক্কা মারলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুলিশ। এরপরই পুলিশ গাড়ির চালক সহ চারজনকে ধাক্কা মারতে মারতে পুলিশের গাড়িতে তোলে বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ার স্টেট কো-অডিনেটর সৌরভ রায় বলেন, মমতার পুলিশ বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল। ফলে আমাদের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। উল্টে আমাদের গাড়ির চালককে মারধর করে আটক করে। আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে আটকদের ছাড়তে হবে। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিতর্কে জড়ানোর জন্য সৌরভকেও ধাক্কা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় বলে অভিযোগ।

বিএনসিসিআই-এর ১৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএনসিসিআই-এর) ১৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রখ্যাত অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও রিউমাটোলজিস্ট ডঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি মহামারি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কোর কোভিড দলের অন্যতম সদস্য, এবং প্রাক্তন ভারত জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য, আলভিটো রোনালডো কোরেয়া ডি কুনহাকে বিএনসিসিআইয়ের তরফ থেকে সম্মানজ্ঞাপন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে এই দুই সম্মানিত অতিথির মধ্যে ডাঃ সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে এডির চেয়ারম্যান ডঃ অর্পণ মিত্র এবং সহ সভাপতি মদন মোহন মাইতি একটি শাল, মেমেন্টো এবং একটি ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন। এরই পাশাপাশি আলভিটো রোনালডো কোরেয়া ডি কুনহাকেও সভপতি অশোক কুমার বণিক, সহ-সভাপতি মদন মোহন মাইতি এবং সম্মানিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রবীর রায়চৌধুরী সম্মানজ্ঞাপন করেন।

আমেরিকায় ফের মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার

এক মাসে চতুর্থ মৃত্যু

ওহিয়ো, ২ ফেব্রুয়ারি: এক মাসে চারবার। ফের আমেরিকায় মৃত্যু হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়ার। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ওহিয়োতে পাঠরত শ্রেয়স রেড্ডি বেনিগারের। কীভাবে মৃত্যু হল ওই পড়ুয়ার, সেই নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। ইতিমধ্যেই শ্রেয়সের মৃত্যুর তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে উদ্ধার হয় ভারতীয় পড়ুয়া নীল আচার্যের দেহ। তার আগেও মৃত্যু হয়েছে দুই ভারতীয় পড়ুয়ার।জানা গিয়েছে, ওহিয়োর লিন্ডার স্কুল অফ বিজনেসের পড়ুয়া ছিলেন শ্রেয়স। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ। কী করে মৃত্যু হল শ্রেয়সের, তা এখনও জানা যায়নি। পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসুলেট। তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, ভারতীয় বংশোদ্ভূত পড়ুয়ার মৃত্যুতে সকলে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুর তদন্ত চলছে। পড়ুয়ার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে দূতাবাস। প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহে সোমবারই আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে উদ্ধার হয়েছিল ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ। রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন নীল আচার্য নামে ওই পড়ুয়া। ২৪ ঘণ্টা পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ। পারদু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন নীল। সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছিল তাঁর দেহ। তার আগেও আমেরিকার এক ভারতীয় পড়ুয়াকে মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মেরে খুন করেছিল এক ব্যক্তি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পরপর দুই ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর। যদিও স্থানীয় প্রশাসনের মতে, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে দুই পড়ুয়ার।

সর্বকালের নজির নিফটির, ছুটছে সেনসেক্সও

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি: ইতিহাসে প্রথমবার ২২ হাজারের গণ্ডি পেরল নিফটি। চাঙ্গা শেয়ার বাজারও। শুক্রবার সকালে ১২০০রও বেশি পয়েন্ট উঠে যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বাজেট পেশের পরে বেশ কয়েকবার ওঠানামা করে বম্বের শেয়ার বাজার। শুক্রবার সকালে বাজার খোলার পরেই একলাফে বেড়েছে সেনসেক্স ও নিফটির সূচক। শুক্রবারে ভারতের বাজারে মূলত দাপট দেখিয়েছে মিডিয়া ও আইটি সংস্থার শেয়ার। বাজার খোলার এক ঘণ্টার মধ্যেই এক হাজারেরও বেশ উঠে যায় সেনসেক্সের সূচক। ৭৩ হাজারের দোরগোড়ায় পৌঁছয় সেনসেক্স। জানা গিয়েছে, ১.৭৭ শতাংশ বেড়েছে সেনসেক্সের সূচক। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ১১৬৭ পয়েন্ট বেড়ে ৭২৮১২.৯১ রয়েছে সেনসেক্স। তবে এদিন চমক দিয়েছে নিফটি। ইতিহাসে প্রথমবার ২২ হাজার পেরিয়েছে নিফটির ৫০এর সূচক। ১.৭ শতাংশ বেড়ে ২২ হাজার ৮৬ পয়েন্টে উঠে যায় নিফটি। বেলা বাড়তে কিছুটা কমে আসে সেনসেক্স-নিফটির দাপট। তবে বাজার খোলার সময় থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে স্টকের সূচক।

রাজস্থানের কোটায় আবার দেহ উদ্ধার, দশ দিনে তিন জন

কোটা, ২ ফেব্রুয়ারি: প্রশাসনিক পদক্ষেপ, কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করেও ছাত্রমৃত্যু আটকানো যাচ্ছে না রাজস্থানের কোটায়। আবারও এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল এই শহর থেকে। ফলে গত ১০ দিনে কোটায় তিন পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম নুর মহম্মদ। উত্তরপ্রদেশের বীরপুর কটরু গোন্ডার বাসিন্দা। কোটায় বিটেক নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। শুক্রবার সকালে ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। নুর কেন আত্মহত্যা করলেন, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোটও মেলেনি। ফলে এই পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

কোটার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, নুরের ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুদের কাছে থেকে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা চলছে। নুরের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েছিল কি না, কোনও মানসিক চাপ লক্ষ করা গিয়েছিল কি না বা পড়াশোনা নিয়ে কোনও চাপের মধ্যে ছিলেন কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নুরের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা হবে বলে জানিয়েছেন ওই তদন্তকারী আধিকারিক।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, এ বছরের শুরু থেকেই আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে চলেছে। গত ১০ দিনে তিন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনে উত্তরপ্রদেশের এবং এক জন রাজস্থানের। যে তিন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন, ঘটনার দু'দিন পরই জয়েন্ট এন্ট্রাসের মূল পরীক্ষা ছিল। পড়ুয়াদের ঘর থেকে সুইসাইড নোটও মিলেছিল।

প্রসঙ্গত, গত বছরে ২৯ জন ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন কোটায়। ২০২৪-এর শুরুতেই চার জনের দেহ উদ্ধার হওয়ায় প্রশাসনিক মহলেও উদ্বেগ বাড়ছে। কোটায় পর পর পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করে। বিশেষ দল গঠন করে পড়ুয়াদের উপর নজরদারি চালানো, তাঁদের কাউন্সেলিং করা এবং তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর মতো কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু তার পরেও কোনও ভাবেই আত্মহত্যা আটকানো যাচ্ছে না। কোচিং সেন্টারগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকাও জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু তার পরেও কিছুতেই এই পরিস্থিতির বদল ঘটছে না।

৪৭তম বইমেলায় বইপ্রেমীদের মন জয় করল পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৪৭ তম বইমেলায় বইপ্রেমীদের মন জয় করল পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সদ্য সমাপ্ত ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা চলাকালীন কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইন ছিল বইমেলাতে যাতায়াতের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই বইমেলার সময়, সর্বাধিক দৈনিক যাত্রী গণনা ৬৫,৮৫৪ রেকর্ড করা হয়েছিল, যা মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি ছিল সর্বোচ্চ। ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা চলাকালীন পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোয় মোট ৭,১৪, ৮২০ জন যাত্রী বহন করে। য়েখানে গত বছর ৪৬ তম আন্তর্জাতিক বইমেলায় ৩১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো মোট ৬,৫৬,২০৮ জন যাত্রী বহন করেছিল। সংখ্যার নিরিখে এই যাত্রী সংখ্যা ৮.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে এই বছরের বইমেলায় পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যাতায়াত করেছেন মোট ২,৯১,০৮২ জন যাত্রী। করুণাময়ীতে এই সংখ্যা ১,৬৩,৮৩৭ জন। লবন হ্রদ সেক্টর-ভি স্টেশনের মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৮৫,১৬৩। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বইপ্রেমীদের প্রত্যাশিত ভিড় এড়াতে এই স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হয়েছিল। মেট্রো আধিকারিক এবং কর্মীরা মসৃণ, দ্রুত এবং সুন্দর এক পরিষেবা প্রদানের জন্য একসঙ্গে কাজ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বইমেলা-চলাকালীন অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য মোটরম্যান, আরপিএফ কর্মী, স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বুকিং ক্লার্ক এবং অন্যান্য কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। একইসঙ্গে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মেট্রো আধিকারিক ও কর্মীদের সম্মিলিত প্রয়াস কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৯ মাঘ ১৪৩০ শনিবার

নির্বাচন কমিশন অফিসে ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপির অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে ভোটার তালিকা নিয়ে এমনই কারচুপির অভিযোগ তুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। ভোটার হওয়া সত্ত্বেও তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে, এ রকম ২৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে এদিন কমিশনের অফিসে যান শুভেন্দু। এদের এদিন সাংবাদিক বৈঠকে হাজিরও করান শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ৭ জন বৈধ ভোটার, কেউ ৩০ বছরের, কেউ ২৫ বছরের, কেউ ২০ বছরের ভোটার। ভোটার কার্ড তালিকা থেকে কী ভাবে তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে? এটা হিমশৈলের একটা চূড়া মাত্র।

এই ধরনের নক্কারজনক বিডিওরা পঞ্চায়েতে চুরি করেছে, টাকা দিয়ে নয় ভুয়ো খাতা দিয়ে পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ হয়েছে। অধিকাংশ বিডিও এই নোংরা কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর এটার মৌখিক অনুমতি দিয়েছেন জেলা শাসকরা। এবারের ভোটার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের কারচুপি বিডিওদের নেতত্বে, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশ, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ও আই প্যাকের লোকেদের যোগসাজশে, সংগঠিতভাবে চুরি হয়েছে, তা ভরতে কোনওদিন কোথাও হয়নি।'

এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর অভিযোগ, 'শুধু চাকরি চুরি, গোরু চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি, রেশন চুরিই হয়নি, ভোটারও চুরি হয়েছে। ৯৫ সাল থেকে ভোট দেওয়া লোক, তাঁর ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটা কোন সংবিধানে লেখা রয়েছে?' শুভেন্দু আরও অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন পরপর ২টি অ্যাডভাইজারি পাঠিয়েছে, কিন্তু এই রাজ্যে তা মানা হয়নি।

ভোটার তালিকায় কারচুরপির অভিযোগ তুলে শুভেন্দু সাংবাদিক বৈঠকে এও বলেন, 'ডায়মন্ড হারবার, আলিপুর-সহ গোটা রাজ্যের অনেক এসডিও এই অপকর্মে সামিল হয়েছে। এটাতে মৌখিক সম্মতি দিয়েছেন জেলাশাসকরা।' বেশ কয়েক জন জেলাশাসকের নাম নিয়েও এদিন আক্রমণ শানান শুভেন্দু। এরই মধ্যে কিছু জেলাশাসক তা আটকানোর চেষ্টা করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, সংঘঠিতভাবে এই অপরাধ করা হয়েছে। এ ঘটনা ভারতেও কোথাও হয়নি।

এদিকে এই ভোটার লিস্টে কারচুপিকে 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' অ্যাখ্যা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, রাজ্যের ৪২টি আসনে কমবেশি এই ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিকভাবে বাদ যাওয়া ভোটারদের যাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেই দাবিও এ দিন কমিশনারের কাছে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছি কমিশনে।'

তৃণমূল নেতাকে মামলা থেকে বাঁচাতে গিয়ে আদালতে ভর্ৎসিত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড়ে নিজের জমিতে নির্মাণ করতে গিয়ে তোলাবাজির শিকার হন এক ব্যক্তি। এই মামলায় নাম জড়িয়েছিল এলাকার প্রভাবশালী এক তৃণমূল নেতার। সরকারি আইনজীবীর অনুরোধে এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। এদিনের মামলার শুনানিতে ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি মান্থা।

প্রসঙ্গত, পোলেরহাট থানা এলাকায় নিজের জমিতেই বাড়ি বানাচ্ছিলেন মামলাকারী। অভিযোগ, আরিফ নামে এক ব্যক্তি কাজ চালু রাখার জন্য এক প্রভাবশালীর নাম করে তাঁর কাছ থেকে আট লক্ষ টাকা দাবি করেন। কিন্তু সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্ল্যান অনুমোদন না করিয়ে নির্মাণ হচ্ছে দাবি করে ব্যাঁওতা ১ পঞ্চায়েত থেকে নোটিস দেওয়া হয়। এরপরই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন ওই জমির মালিক।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতির রাজাশেখর মান্থার পর্যবেক্ষণ, 'এই ধরনের তোলাবাজি মেনে নেওয়া যায় না। যত বড় ক্ষমতাশালী হোক না কেন! এর পর হলে জনস্বার্থের কারণে প্রধান বিচারপতি কাছে ফাইল পাঠিয়ে দেব।' ওই এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান আরিফের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেন তিনি। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, 'আরিফকে যে প্রভাবশালী আট লক্ষ টাকা তোলা চাইতে পাঠিয়েছিল, তদন্ত করে তার নামেও এফআইআর করতে হবে।' একইসঙ্গে পোলেরহাট থানাকে আদালতের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। প্রসঙ্গত, ওই প্রভাবশালী যার নির্দেশে আরিফ কাজ করেছিল তার নাম বাদ দিতে অনুরোধ করা হয়।

এদিন হাইকোর্ট আরও নির্দেশে দিয়েছে, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা লাগোয়া পোলেরহাট থানা এলাকার ওই জমিতে নির্মাণ যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয় তার নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকেই। এরই সূত্র ধরে আগামী অন্তত সাতদিন এলাকায় পুলিশ পোস্টিং রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভাড়াটিয়াদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শ্যামনগর মণ্ডলপাড়া মনসাতলার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাতভোর বহিরাগতদের আনাগোনা এবং মদ্যপ অবস্থায় বেলেল্লাপনা করার অভিযোগ উঠেছে ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে। এমনকী প্রতিবাদ জানালে পড়শিদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। স্বভাবতই ভাড়াটিয়াদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর মণ্ডলপাড়া মনসাতলার বাসিন্দারা। অবশেষে নিরুপায় হয়ে শুক্রবার জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে জগদ্দল থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক সুদীপ্ত ঘোষ পরিবার নিয়ে চন্দননগরে থাকেন। আর ওই বাড়ির নিচ ও ওপরতলায় দুটি ভাড়াটিয়া পরিবার বসবাস করেন। পড়শি বিশ্বজিৎ মুখার্জির অভিযোগ, রাত বাড়তেই নিত্যদিন ওই বাড়িতে বহিরাগত পুরুষ ও মহিলাদের আনাগোনা ক্রমশ বাড়ছে। এমনকী ভোর রাত পর্যন্ত ওই বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় নাচগানাও চলে। প্রতিবাদ করলে পাল্টা ধমকি দেন ভাড়াটিয়ারা। বিশ্বজিৎ বাবুর আরও অভিযোগ,

বেলেল্লাপনার প্রতিবাদ করায় বৃহস্পতিবার রাতে ভাড়াটিয়ারা তার বাড়িতে চড়াও হয়। যদিও প্রতিকার চেয়ে শুক্রবার স্থানীয়রা জগদ্দল থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। ঘটনা নিয়ে জগদ্দল শহর তৃণমূল সভাপতি তথা ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার বলেন, শুনেছি গভীর রাত পর্যন্ত ওই বাড়িতে বহিরাগতদের আনাগোনা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। অপরদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর সম্পা ব্যানার্জির স্বামী অরুন ব্যানার্জি বলেন, জন্মদিনের পার্টি ঘিরে একদিন গভীর রাত পর্যন্ত গানবাজনা হয়েছিল। সেই জন্মদিনের পার্টি ঘিরে অতিরঞ্জিত কিছু হয়েছিল। তবে অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সকলের উপস্থিতিতে ভাড়াটিয়াদের উঠে যেতে বলেছি। অরুন বাবু আরও বলেন, ভাড়াটিয়ার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি। ভাড়ার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য ভাড়াটিয়াদের কয়েকদিন আগেই নোটিস করেছেন বাড়ির মালিক।

আদালতে বিচার্য বিষয় বদল হতে কটাক্ষ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপতিদের মধ্যে সংঘাত ইস্যুতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাংলা জুড়ে। ইতিমধ্যেই বদল হয়েছে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার্য বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা সরিয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এবার দেওয়া হয়েছে শ্রম এবং শিল্প আইন সংক্রান্ত মামলাগুলি। এবার এই বিষয় পরিবর্তন প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন বিচারপতি অভিজিৎ

গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার এই প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'যখন শ্রম আইন বা শ্রমিকদের মামলা শুনতাম তখন অনেকেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পুজো দিয়ে বলেছিল 'মা একে সরাও'। এখন জেলা স্কুল পরিদর্শক-সহ অন্যান্যরা মনে হয় কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়েছেন।'

প্রসঙ্গত, ২৫ জানুয়ারি শেষবার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলার বিচার করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ওইদিন রাতে শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সরে যায়। এরপর মঙ্গলবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার্য বিষয় বদল হয়। নতুন বিচার্য বিষয় শ্রম এবং শিল্প সংক্রান্ত মামলা। শুক্রবার শ্রম সংক্রান্ত সংক্রান্ত মামলার বিচার করতে গিয়েই এই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য শোনা গেল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের গলায়।

অটো থেকে পড়ে গিয়ে জখম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই অটো থেকে পড়ে গিয়ে আহত এক পরীক্ষার্থী। যদিও জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হাসপাতালের বেডে বসেই দিলেই আহত ওই পরীক্ষার্থী। জানা গিয়েছে, খড়দার সূর্যসেন শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রী সংগীতা পার্শীর মাধ্যমিকের সিট পড়েছে খড়দার প্রিয়নাথ বালিকা বিদ্যালয়ে। টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেক নগরের বাসিন্দা সংগীতা মায়ের সঙ্গে অটোতে চেপে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল। কিন্তু রাস্তায় থাকা 'স্পিড ব্রেকার' পেরোতেই এই বিপত্তি। স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্য জানান, টিটাগড় গান্ধি মোড়ে 'গতিরোধক' টপকানোর সময় ঝাঁকুনির জেরে অটো থেকে পড়ে

গিয়ে আহত হন ওই পরীক্ষার্থী। ওর মাথায় আঘাত লাগে। ওকে তৎক্ষনাৎ চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় খড়দার বলরাম পন্ডিত সেবামন্দির হাসপাতালে। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে হাসপাতালেই ওর পরীক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

নিউ ব্যারাকপুরে পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই শুক্রবার পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক পরীক্ষার্থী। এদিন সকালে পরীক্ষা শুরু হতেই আচমকাই এক পরীক্ষার্থী সকাল ১১টা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে চিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় পুর হাসপাতালে। নিউ ব্যারাকপুর থানার মাসুন্দা গার্লস হাইস্কুলের ঘটনা। জানা গিয়েছে, নিউ ব্যারাকপুর কলোনী গার্লস হাইস্কুলের ১৮৪ জন পরীক্ষার্থী এবার মাধ্যমিক দিচ্ছে।

ওই স্কুলের সিট পড়েছে মাসুন্দা গার্লস হাইস্কুলে। পরীক্ষা চলাকালীন আচমকাই শারীরিক অসুস্থ বোধ করেন জয়িতা নন্দী নামে এক পরীক্ষার্থী। খবর দেওয়া হয় মেয়েটির অভিভাবকদের। অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমতিতে ওই পরীক্ষার্থী চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিলেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী বাকি পরীক্ষাগুলো হাসপাতালে বসেই দেবে পরীক্ষার্থী।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পেশ হবে রাজ্য বাজেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবারই সংসদে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। আর এবার পেশ হবে রাজ্য বাজেট। আগামী ৫ তারিখ শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। আর ৮ ফেব্রুয়ারি পেশ করা হতে পারে রাজ্য বাজেট। সূত্র মারফৎ এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফেরার পর কেন্দ্রের কাছে বকেয়া টাকার দাবিতে এদিকে কলকাতায় ধরনা বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তির সামনে ধরনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর তার মাঝেই সূত্র মারফৎ সামনে আসে রাজ্য বাজেটের দিনক্ষণ। সূত্রের খবর, ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রেড রোডে ধরনা কর্মসূচি চলবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর আগামী সপ্তাহে দিল্লি যেতে পারেন মমতা। ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিধানসভা অধিবেশন শুরু হচ্ছে। ওই দিন অধিবেশনে যোগ দেবেন মমতা। ওই দিনই বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে তিনি বৈঠকও করবেন বলে খবর।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে একের পর এক জনমুখি প্রকল্প চালাচ্ছে সরকার। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বাড়ির মহিলা, প্রায় সকলের জন্যই কোনও না কোনও প্রকল্প রয়েছে রাজ্যের। তার জন্য বিগত বাজেটগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে রাজ্যের তরফে। এবার দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। সেক্ষেত্রে তার আগে রাজ্যবাসীর জন্য নতুন কোনও খাতে অর্থ বরাদ্দ হয় কি না, বা অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় কি না, সেই দিকেও নজর রাখছে রাজনৈতিকমহল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সামনেই লোকসভা নির্বাচন থাকায় রাজ্য বাজেটে বিশেষ কোনও চমক থাকতেও পারে।

ট্রেন ধরতে হুড়োহুড়ি বিধাননগর স্টেশনে, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: তুমুল উত্তেজনা বিধাননগর স্টেশনে। সন্ধ্যায়ের অফিস ফিরতি সময়ে চলল ট্রেন অবরোধ। অত্যাধিক ভিড়ের মধ্যে সাবওয়ের মধ্যে পড়েও গেলেন একজন। তাঁর মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে তিনটি ট্রেনের ঘোষণাতেই বিপত্তি বলে জানতে পারা যাচ্ছে। কোন কোন ট্রেন আগে আসবে কোন ট্রেন পরে তা নিয়েও তৈরি হয় ধোঁয়াশা। তিন-চারটি ট্রেনের যাত্রীরা একসঙ্গে প্লাটফর্মে জড়ো হয়ে যান। মুহূর্তেই বদলে যায় ছবিটা। ট্রেন ধরতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সাবওয়ে।

যাত্রীদের অভিযোগ, এই প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার একই ঘটনা দেখা গিয়েছে এই স্টেশনে। সংকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিনই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তারমধ্যেও ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত। সূত্রের খবর, এদিন বিধাননগর স্টেশনে একইসঙ্গে আপ দত্ত পুকুর লোকাল, বজবজ নৈহাটি, আপ বনগাঁ লোকালের ঘোষণা করে দেওয়া হয়। ঘোষণা মাত্রই হুড়মুড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে থাকেন যাত্রীরা। চাপ বাড়ে সাবওয়েতেও। রীতিমতো পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

তারই প্রতিবাদে আপ লাইনে প্রায় ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে অবরোধ চালান যাত্রীরা। পরিষেবা ব্যাহত হয় বনগাঁ লাইনেও। আপ দত্ত পুকুর লোকাল সহ একাধিক ট্রেন পর পর দাঁড়িয়ে যায়। বহু ট্রেন দাঁড়িয়ে যায় বিধাননগরের পিছনের দিকে থাকা আপ এবং ডাউন লাইনে। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। যদিও এখনও পর্যন্ত এ ঘটনায় রেলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

৫ ফেব্রুয়ারিতে ডিএ মামলার শুনানির দিকে তাকিয়ে আন্দোলনকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। তিনটি সরকারি কর্মচারী সংগঠন আইনের দ্বারস্থ হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় গিয়েছিল মামলাকারীদের পক্ষে। মামলাটি আপাতত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সর্বোচ্চ আদালত কী রায় দেয় এখন নজর সেই দিকেই।

৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হতে পারে ডিএ মামলার। আদালত সূত্রে খবর, এই দিনে মামলাটি শুনবে সর্বোচ্চ আদালত। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। মামলাটি এখনও মিসলেনিয়াস তারিখে থাকায় ৫ তারিখেই এই মামলা শোনা হবে কি না তা নিয়ে চলছে জল্পনা। এদিকে সরকারি কর্মচারি পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল জানান, 'আমরা ৫ তারিখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। দ্রুত শুনানির জন্য যা যা আইনি পদক্ষেপ আছে তা করা হচ্ছে।' এদিকে সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারী পরিষদের তরফে নন মিসলেনিয়াস তারিখে যাতে মামলাটি ফেলা হয় সেই জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার প্রথম শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এরপর আরও ৯টি তারিখ দেওয়া হয়। এগুলি হল ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর, ১৪ ডিসেম্বর। এরপর ২০২৩, ১৬ জানুয়ারি, ১৩ মার্চ, ২১ মার্চ, ১১-২৮ এপ্রিল, ১৪ জুলাই এবং ৩ নভেম্বর তারিখ পড়েছিল। যদিও শুনানি হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ৫ ফেব্রুয়ারির দিকে তাকিয়ে ডিএ মামলাকারীরা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই মামলাটি লড়ে

যাচ্ছি। এর আগে স্যাট, কলকাতা হাইকোর্টে আমাদের জয় হয়েছিল। আমরা আশাবাদী যে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের দায়ের করা এসএলপি খারিজ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আর ডিএ না দেওয়ার উপায় থাকবে না সরকারের কাছে।' এরই পাশাপাশি তিনি এও জানান, দীর্ঘ এই আইনি লড়াইয়ের পর এই মুহূর্তে কোনওভাবেই পিছিয়ে আসার কোনও জায়গা নেই।

প্রসঙ্গত, গত বছর বড়দিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য আরও চার শতাংশ ডিএ-র কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যদিও তাতে খুশি হননি ডিএ আন্দোলনকারীরা। তাঁদের কথায়, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছেন তাঁরা। এর আগে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল বা স্যাট-এ জয়ী হয়েছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। এরপর মামলার জল গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। ডিএ মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল তিন মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

রাজ্য প্রথমে এই নির্দেশের পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চে। যদিও তা খারিজ হয়ে যায়। এরপর সুপ্রিম কোর্টে একটি এসএলপি দায়ের করা হয়। এখন দেখার সর্বোচ্চ আদালত মামলার প্রেক্ষিতে ঠিক কী সিদ্ধান্ত নেয়।

আর ফিরবে না জাঁকিয়ে শীত, আজ থেকে ঝলমলে হবে আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই বছরের মতো জাঁকিয়ে শীত আর ফিরবে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এবার শীতের বিদায়ের পালা। শনিবার থেকেই রোদ ঝলমলে হবে আকাশ। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হবে, বৃষ্টির ঘনঘটাও কেটে যাবে। তবে, শনিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হলেও নতুন করে ঠান্ডার আর ইঙ্গিত নেই। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শনিবারের পর থেকে কোথাও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। মেঘ-মুক্ত হয়ে উঠবে আকাশ। মহানগরী তিলোত্তমায় শীতের আমেজ একেবারেই উধাও হয়ে গিয়েছে, শুক্রবার সকালে গ্রাম বাংলাতেও তেমন ঠান্ডা ছিল না।

সম্পাদকীয়

রিজার্ভ ব্যাংক হাটে হাঁড়ি ভাঙার পরেও চুপ কেন্দ্র

নতুন করে আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। বাংলার মানুষের স্বার্থে, বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যে কাজটা বিরোধী দলগুলির করার কথা, সেটাই এবার করবেন শাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। না করে উপায়ই-বা কী? গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পক্ষ নিয়ে কেন্দ্রের সামনে তর্জনী উঁচিয়ে দাঁড়াবার সাহস কারই-বা অবশিষ্ট রয়েছে? বঙ্গ বিজেপির কথা বাদ দিন, বাংলাকে টুকরো করার খেলাতেই মত্ত তারা। কিন্তু এরাজ্যের কংগ্রেস, সিপিএম? তারা প্রকারান্তরে মোদি সরকার এবং বিজেপিরই হাত শক্ত করে চলেছে না কি? সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি, এরাজ্যে মোদি বা বিজেপি বিরোধী শক্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম প্রভৃতি যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার 'যুদ্ধ' করে চলেছে! অতএব, মমতাই এখন বাংলার প্রশাসনের প্রধান এবং দেশের প্রধান বিরোধী নেত্রী। বাংলার প্রতি সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্নায় বসার চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আর ঠিক এই আবহে, মোদির হাঁড়ি হাটের মাঝেই ভেঙে দিয়েছে আরবিআই। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার নতুন এক খতিয়ান সম্প্রতি সামনে এনেছে তারা। মোদি সরকার কোপ মেরেছে পঞ্চায়েতের খুচরো গ্রান্টেও। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ পর্যন্ত দেশের পঞ্চায়েতিরাজ পরিচালনা করতে কেমন খরচ হচ্ছে, আয়ই-বা হচ্ছে কতটা;এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পেশ করেছে। তাতে এটাই পরিষ্কার যে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষের তুলনায় গত অর্থবর্ষে গড়ে ৭ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৩২ টাকা করে কম পেয়েছে এরাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত। কেন্দ্রের কাছ থেকে রেভিনিউ গ্রান্ট হিসেবে যে টাকা আসে, সেই খাতেই বসানো হয়েছে কোপ। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পঞ্চায়েতের সার্বিক আয়-ব্যয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েতগুলিতে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রেভিনিউ রিসিট বা খুচরো খাতে আয় হয়েছে গড়ে প্রায় ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে ধরা আছে কর বাবদ রাজস্ব খাতে আদায়, কর ছাড়া অন্যান্য খাতে আদায় এবং গ্রান্ট-ইন-এইড। শেষোক্ত খাতের তিনটি ভাগ; কেন্দ্রীয় সরকারি, রাজ্য সরকারি এবং অন্যকোনও প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান। বাংলার পঞ্চায়েতগুলিকে তিনবছর রাজ্য সরকারি এবং অন্যকোনও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রান্ট দেওয়া হয়নি। অনুদানের পুরোটাই নিয়েছে কেন্দ্র। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় অনুদান এসেছে গড়ে ৫৬ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। অথচ অঙ্কটা তার আগের বছর ছিল ৬৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। সামগ্রিক হিসেবে রাজ্য প্রায় ২৬২ কোটি টাকা কম পেয়েছে। বাংলার পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে এমন বঞ্চনার কারণ কী, জানায়নি আরবিআই। বরং তারা জানিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দেশের সমস্ত পঞ্চায়েতের গড় আয় ছিল প্রায় ২১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। অঙ্কটা ২৩ লক্ষ ২০ হাজার ছিল তার আগের বছর। গ্রান্ট কমে যাওয়াই এর অন্যতম কারণ বলে মানছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এর মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ধরা হলে বাংলার প্রতি বঞ্চনার পরিমাণটা আরও অনেক বেশি। বিরোধী রাজ্যগুলির সঙ্গে সঙ্কীর্ণ রাজনীতি করতে গিয়ে বাস্তবে দেশেরই ক্ষতি করছে মোদি সরকার।

আনন্দকথা

অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হবি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম — আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে — কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল।" আবার বলিলেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকার লয় হয়।" মাস্টার সিধুর সঙ্গে বরাহনগরের এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে আসিয়াছেন; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।"

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রঘুরাম রাজন

১৯৬৩ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজনের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গুরপ্রীত সিং সান্ধুর জন্মদিন।*
১৯৯৬ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট দ্যুতি চাঁদের জন্মদিন।*

স্তনকর

সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রায় ২০০ বছর আগে কেরালার ত্রিভাঙ্কুরের রাজা তাঁর প্রজাদের ওপরে মাঝে মাঝেই আরোপ করতেন অদ্ভুত এক একটা কর।

এক সময় তিনি তাঁর রাজ্যের হিন্দু নিচু জাতের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সেই আইনে বলা হয়েছিল পুরুষেরা গোঁফ রাখতে পারবে না, আর মেয়েরা স্তন ঢাকতে পারবে না।

সেই আইন অনুযায়ী, একমাত্র উচ্চবর্ণের পুরুষরাই গোঁফ রাখতে পারবে। আর নিম্নবর্ণের কেউ রাখতে চাইলে তার জন্য তাকে গোঁফকর দিতে হবে। এই একই নিয়মে, নিম্নবর্ণের মেয়েরা তাদের স্তন ঢেকে রাখতে চাইলে তার জন্য স্তনকর দিতে হত।

এই কারণে তখনকার নিচু জাতের পুরুষেরা গোঁফ রাখত না। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে স্তন ঢেকে না রাখাটা ছিল নিতান্তই অস্বস্তিকর এবং অসম্মানজনক। তাই মেয়েরা বাধ্য হয়ে স্তনকর দিত। স্থানীয় ভাষায় এই করের নাম ছিল— 'মুলাক্করম'।

স্তনকর আইনে বলা হয়েছিল, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনও হিন্দু নারী তাদের স্তনকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে পারবে না। যদি কোনও অব্রাহ্মণ নারী তার স্তনকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়, তা হলে তার স্তনের মাপ ও গঠন অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এই করের একটা অংশ যেত ত্রিবাঙ্কুরের রাজাদের কুলদেবতা পদ্মনাভ মন্দিরে।

আর সেই নিম্নবর্ণ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খেটে খাওয়া মানুষদের দেওয়া করের বাকি টাকা দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতেন সেই সব রাজারা।

আসলে শুধু টাকার জন্যই নয়, নিচু জাতের মানুষকে অসম্মান এবং হেয় প্রতিপন্ন করতেই প্রচলিত হয়েছিল এই সব উদ্ভট আইন। উঁচু জাত এবং নিচু জাতের মেয়েদের আলাদা করে চিহ্নিতকরণ করাটাও ছিল এটার একটা উদ্দেশ্য।

তাদের মতে, শরীরের উপরের অংশ খোলা থাকলে আদিবাসী আর নিচু জাতের মেয়েদের খুব সহজেই চেনা যাবে। আর তারা যদি সমাজের সাধারণ বা উঁচুতলার মেয়েদের মতো বুক ঢাকা পোশাক পরতে চায়? তাও পড়তে পারে। তবে তার জন্য তাদের অবশ্যই স্তনকর দিতে হবে।

সবাই যখন এই আইন মানছে, ঠিক সেই সময়েই নাঙ্গেলি জন্মেছিলেন আলাপুঝার এঝাওয়া সম্প্রদায়ের এক নিচু জাতের কৃষক পরিবারে। তিনি ছিলেন চেরথালা শহরের বাসিন্দা। যে শহরের তরুণীরা নিজেদের রূপলাবণ্য নিয়ে সব সময়ই বিব্রত থাকতেন। অথচ রাজার আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস তাঁদের কারওরই ছিল না। ফলে সৌন্দর্য তাঁদের কাছে একটা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু নাঙ্গেলি ছিলেন একদম অন্য রকমের। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসেও তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু নিজের রূপ ও সৌন্দর্যকে তিনি কখনওই অভিশাপ বলে মনে করতেন না। দরিদ্র পরিবারের ডাল-ভাত জোটানোর জন্য তাঁকে প্রায়ই বাড়ির বাইরে যেতে হত এবং বাইরে বেরোলেই তিনি কাপড় দিয়ে তাঁর বুক ঢেকে নিতেন।

কিন্তু যে মহিলাটি দিনে দু'মুঠো ঠিক মতো পেট ভরে খেতে পান না, তিনি স্তনকর দেবেন কী করে! তাই তাঁর স্তনকর দিনকে দিন সুদ-সমেত বাড়ছিল।

গ্রামের এক কর সংগ্রাহক একদিন তাঁর কাছে এসে সেই 'স্তনকর' দাবি করলেন। নাঙ্গেলি সঙ্গে সঙ্গে সেই কর দিতে অস্বীকার করলেন।

তার পর থেকে রাজার লোকেরা বারবার তাঁর বাড়ি এসে করের টাকার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের নাঙ্গেলি এতগুলো টাকা দেবেন কী করে!

তাই একদিন আর থাকতে না পেরে তিনি কর সংগ্রহকারীদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তার পর মেঝের ওপরে একটা কলাপাতা বিছিয়ে তার পাশে একটি প্রদীপ জ্বালালেন। গৃহদেবতার সামনে বসে প্রার্থনা করলেন এবং প্রার্থনা শেষ করেই কাটারির কোপ দিয়ে একে একে নিজের দুটি স্তনই কেটে ফেললেন। তার পর কলাপাতায় মুড়ে সেই স্তন দুটো তুলে দিলেন রাজার পেয়াদাদের হাতে।

স্তন কেটে ফেলায় জন্য অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুণ খানিকক্ষণের মধ্যেই নাঙ্গেলির মৃত্যু হয়। শেষকৃত্যের সময় নাঙ্গেলির স্বামী এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়েন দাহ হতে থাকা বউয়ের জ্বলন্ত চিতায়। ভারতের ইতিহাসে কোনও পুরুষের স্ত্রীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার ঘটনা সেই প্রথম, সেই শেষ।

পরে এই ঘটনার কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভারতবর্ষে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে প্রতিবাদ। ফলে বাধ্য হয়ে এত দিন ধরে চলে আসা এই স্তনকর-আইন তুলে নিতে বাধ্য হন তৎকালীন রাজা।

ডাকবাক্স

রাষ্ট্র ও ধর্ম

সম্পাদক সমীপেষু,

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কি কোন রাষ্ট্রধর্ম হতে পারে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত ধর্মের নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া, অধিকার প্রদান করাই তো রাষ্ট্রের ধর্ম হওয়া উচিত। কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অন্য ধর্মের প্রতি একটু হলেও অমর্যাদার প্রশ্ন থাকছে। কোন রাষ্ট্রে যদি সংখ্যাগুরুর ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা এমনিতেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি সংখ্যালঘু মানুষ হীনমন্যতায়ও ভুগবে; তাদের মধ্যে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক এই বোধটা প্রবল ভাবে কাজ করবে। আমরা অতীতে দেখতে পাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কোটি কোটি হিন্দু ও মুসলিমদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চারটি ভিত্তির একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার শুরুতেই বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটাকে যুক্ত করেছিল। যেটা একটা মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের সংবিধানে কিন্তু স্বাধীনতার পরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা ছিল না। এই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি সংবিধান প্রণয়ন হওয়ার অনেক পরে ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী তে ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল। তৎকালীন ভারতীয় সরকার হয়তো উপলব্ধি করেছিল ব্যাপারটা যে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ তা' কথাটি লিপিবদ্ধ না থাকলে সংখ্যালঘু মানুষরা ঠিক মনের ভেতর থেকে বিশ্বাস রাখতে পারে না।

অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে ১৯৭৭ সালের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি টি মুছে ফেলেন। এরপর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮৮ সালে ইসলামকে সেই দেশের 'রাষ্ট্র ধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে একত্রে বসবাস করা হিন্দু-মুসলিম এর মধ্যে আস্তে আস্তে বিশ্বাসের ভিত্তি নড়বড়ে হতে শুরু করে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা যখন দেখে সেই দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মুসলিমকে স্থান দেওয়া হয়েছে তখন তাদের মনের মধ্যেই অনেক প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ সেটি এখন বর্তমানে ৮ু এসে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া কোন রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে সম্মানজনক নয়। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এই সত্যটা চরমভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান হল সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ,সেখানে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে সেটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিনের পর দিন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ভারতে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মত থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা শতাংশ হিসেবে সেভাবে হ্রাস পায় নি।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক জনমত সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় গোটা বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ২০ শতাংশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম রয়েছে। বিশ্বের ৪৩ টি দেশে কোন একটি বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২৭ টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ১৩ টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম খৃষ্টান, দুটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম বৌদ্ধ, একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম ইহুদি। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতি পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ধর্ম আছে । এই গবেষণা মতে বিশ্বের ১০ টি দেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কে নিয়ন্ত্রন করা হয়, যেমন চীন, কিউবা , ভিয়েতনাম ,উত্তর কোরিয়া । পিউ রিসার্চের মতে এই সব দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় প্রার্থনা নিয়ন্ত্রণ করে। ২৭টি ইসলামিক রাষ্ট্রধর্মের দেশগুলি এশিয়া, সাব-সাহারা আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। অন্যদিকে ইউরোপের ৯টিদের সহ ১৩টি দেশের রাষ্ট্রধর্ম খ্রিষ্টান। ভুটান ও কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রধর্ম হলো বৌদ্ধ অপরদিকে ইসরাইলের রাষ্ট্রধর্ম হল ইহুদি।

ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারি বিভিন্ন পদে হিন্দু আধিপত্য থাকলেও সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি অক্ষুন্ন থেকে গেছে। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী এগোচ্ছে, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা নিশ্চয়ই গোড়া মুসলিম দেশগুলোকে অনুসরণ করতে পারি না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি সেটা করেও না। আর যদি সেই চেষ্টা হয় তাহলে ভারতবর্ষ ও সামনের দিকে না গিয়ে পিছনের দিকে ছুটবে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র হিসেবে যেই গর্ব সারা ভারতের জনগণ করে থাকে সেটা কিছু ' মুক্তচিন্তার দুর্ভিক্ষ' র অনুসারী মানুষের জন্য ম্লান হতে পারে না।বর্তমানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাম মন্দির নির্মাণের যে অতি তৎপরতা সেটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর নয়। একটা ক্ষমতাশীল সরকারি দল মন্দির নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এটা কোন মুক্তচিন্তার পরিচায়ক হতে পারে না। এছাড়া মন্দির নির্মাণ সরকারের কাজই নয়। দিনে দিনে ভারতের 'পাকিস্তানি করন 'হতে চলেছে, যেটা ভয়ংকর চিন্তার বিষয়।

অন্যদিকে বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রের এত সমস্যা থাকতে বাংলাদেশের মতন অনেক রাষ্ট্রে 'ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী' বিষয়টি যথেষ্ট আশ্চর্য ব্যাপার । বর্তমান সময়ে অন্ন , বস্ত্র ,বাসস্থানের সংস্থান না করে কোন রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্মের জন্য একটি মন্ত্রকের ব্যবস্থা করেছে, এই বিষয়টি একবিংশ শতাব্দীতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আশাবাদী মানুষরা আশা করতেই পারে ভবিষ্যতে বিশ্বে কোন দেশে রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে যেন দেখতে না হয় সেই দেশের রাষ্ট্রের সংবিধান সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে।

সুভাশীষ দত্ত
ফুলিয়া
নদিয়া

পুস্তক পরিচয়

হওয়া না হওয়া গান- এক হেঁয়ালির উপাখ্যান

সত্যব্রত কবিরাজ

ক্ষুদ্র কবিতা তথা সঙ্গীতের গ্রন্থটির উৎসর্গ পর্যায়ে, লেখা হয়েছে-আলো, বাতিঘর-ভাসা জমা আলো-বাসা, না বলা কথার মানে, তোরই জন্য ভাসিয়ে দিলাম, হওয়া না হওয়া গানে....

একশো বারো পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে ছত্রিশটি কবিতা রয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে রয়েছে -ঘরে ফেরা, মন খারাপেরা,-দেশের ভাষা, দ্বেষের ভাষা, -ভালোবাসা, আলো-বাসা,-ইত্যাদি তিনটি পর্যায়। তেলতেলে কাগজে এই তিনটি উপ-শীর্ষক বিভাজিকার কোনও অর্থ আমি খুঁজে পেলাম না। এছাড়া কবিতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন লেখকের আত্মজীবনীমূলক পর্যালোচনা রয়েছে। অথচ গ্রন্থটির লেখক সপ্তর্ষি রাউত। গ্রন্থটির একটি পর্বে কবীর সমুন নামে-তার শহর ত্যাগ করার একটা কাহিনি রয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে 'পেটকাটি চাঁদিয়াল মোমবাতি বগ্গা, আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক, মাটিতে অবজ্ঞা' কবিতার পঙক্তি দিয়ে। অন্য একটি লেখায় অঞ্জন দত্ত তার কাহিনি শুরু করেছেন ' ঘর, ফেরা হয়নি আমার, ঘর, চেনা হয়নি মনের মানুষটা কে ' করিতার পঙক্তি দিয়ে। অন্য একটি কাহিনি শুরু হয়েছে, 'চেইনস অব হ্যাবিট আর টু লাইট টু বি ফেল্ট আনটিল দে আর টু হেভি টু বি ব্রোকেন।'-ওয়ারেন বুফে। আলফ্রেড হিচককের উদ্ধৃতি দেওয়া 'রিভেঞ্জ ইজ সুইট-অ্যান্ড নট ফ্যাটেনিং' কাহিনি শুরু করা হয়েছে। 'ওরে হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল'-সত্যজিৎ রায়, হীরক রাজার দেশে-কাহিনি শুরু হয়েছে -নোটবন্দির ধাক্কা দিয়ে। হিন্দি কবিতার পঙক্তি -ফৈজ আহমদ ফৈজ এর কাহিনি নিয়ে। নবারুণ ভট্টাচার্যর কাহিনি শুরু হয়েছে -'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।' শঙখ ঘোষের এক কাহিনি শুরু হয়েছে - 'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম আজ বসন্তের শূন্য হাত, ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও, আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।' আবার কবে,আধখানা,পুনর্জন্ম,এরপরও, গোধরা, সিঁদুরে মেঘ, ম্যাজিক, যুদ্ধ, প্রতিশোধ,নির্বান্ধতা, গল্প নেই, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, রানওয়ে,হলদে কার্ডিগান,সুপারহিরো,বন্ধু, --ইত্যাদি। এর মধ্যে ঘরে ফেরা-কবিতাটিই মনে ছাপ ফেলে যাওয়ার দাবি রাখে।

হওয়া না হওয়া গান
লেখক : সপ্তর্ষি রাউত
প্রকাশনা : সপ্তর্ষি প্রকাশন
দাম : ৩০০ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রথম দিনই কুয়াশায় পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ পরীক্ষার্থীদের

সময় পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে থাকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। তার মধ্যে কাঁকসা ব্লকে সকাল থেকেই কুয়াশার জেরে গাড়ির লাইট জ্বালিয়েই চলাচল করছিল যানবাহন। রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াতে কাঁকসার প্রতিটি মোড়ে কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা ও কাঁকসা থানার পুলিশ। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে তার দিকে নজর ছিল পুলিশের।

ঘন কুয়াশার মধ্যেই সকাল সকাল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এগিয়ে সকাল দশটায় করা হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হয় বেলা একটায়। এদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ৯ টা ৪৫ মিনিটে প্রশ্ন পত্র দেওয়া হয়। এবছর পশ্চিম বর্ধমান জেলায় গত বছরের তুলনায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজারের মতো পরীক্ষার্থী বেড়েছে এবার।

গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ২২ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী। এবার পরীক্ষা দিচ্ছে ২৮ হাজারের বেশি। মোট পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছে ৮৫ টি। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই বছর প্রথম প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটি পাতায় ক্রমিক নম্বরের কোড থাকবে। কোনও পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের ছবি তুললে সেই ছবি দেখেই বোঝা যাবে ছবিটি কে তুলেছে। পরে সেই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে কোনও পরীক্ষার্থীর জলের বোতল, বই, নোটবুক, খাতা, মোবাইল, ক্যালকুলেটর, স্মার্ট ঘড়ি, পেনড্রাইভ সহ ইলেকট্রনিক কোনও দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না এমনই নির্দেশিকা জারি রয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে। পরীক্ষা চলাকালীন বাইরের কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। রয়েছে কড়া পুলিশ ব্যবস্থা।

এদিকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এগিয়ে নিয়ে আসায় বেজায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। বিদ্যাসাগরের পদধূলি ধন্য গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছে পরীক্ষা কেন্দ্র। এই বিদ্যালয়ে পাঁচটি স্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্র হয়েছে। অভিভাবকেরা বেজায় ক্ষুব্ধ সময় এগিয়ে নিয়ে আসার কারণে। মলানদিঘি থেকে আসা এক অভিভাবিকার দাবি, সময় এগিয়ে আনায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। দূর থেকে আসার জন্য খুব ভোরে উঠতে হয়েছে। ছেলেমেয়েরা নার্ভাস থাকার জন্য সমস্যা হচ্ছে এত দ্রুত প্রস্তুতি নিতে। বিরুডিহা থেকে আসা অভিভাবকের দাবি, খুব সকালে নার্ভাস থাকার জন্য কিছু খেয়ে আসছে না ছেলেমেয়েরা। অভিভাবকদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বেলা ১২ টায় পরীক্ষা শুরুর সময়টাই ঠিক ছিল, সময় এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য চরম সমস্যায় পড়ছেন দূরের অবিভাবকরা আর পরীক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে কাঁকসার দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে বিদ্যালয়ের সামনে হাজির হন কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েতের সদস্যরা। এদিন কাঁকসা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য লাল্টু চট্টোপাধ্যায় ও কাঁকসা থানার এক পুলিশ আধিকারিক।

অন্যদিকে পানাগড় বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপফুল ও একটি করে কলম তুলে দিয়ে তাদের উৎসাহ দেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক সহ পঞ্চায়েতের সদস্যরা ও কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয় যেখানে পঞ্চায়েতের কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন এবং পরীক্ষার্থীদের যে কোনও সমস্যায় তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক।

এদিন পরীক্ষার শেষে হাসিমুখেই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বের হতে দেখা যায়।প রীক্ষার্থীরা জানিয়েছে, প্রশ্নপত্র সহজ হয়েছে, তবে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পরীক্ষার হলে ঢুকতে হয়েছে তাই অনেকেই একটু নার্ভাস ছিল।

'টপ প্রায়োরিটি' মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা হাতির মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতা বন বিভাগ, পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনই বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয় যে, বড়জোড়া-বেলিয়াতোড় এবং পাঞ্চেত বন বিভাগ মিলিয়ে মোট ৪৫ টি হাতি রয়েছে। বাঁকুড়ার হাতিপ্রবণ জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীরা যাতে নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, সেই জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের তরফে নেওয়া হয় একাধিক পদক্ষেপ।

মুখ্য বনপাল জানান, সকাল সকাল হুলা পার্টির নজরদারির পর উত্তর বন বিভাগের তরফে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। বন বিভাগের এই কর্মযজ্ঞে যুক্ত আছে বেলিয়াতোয় এবং বড়জোরা পুলিশ। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের গাড়ি ছাড়াও ভাড়া করা হয়েছে ৪০টি যানবাহন। প্রতিটি রেঞ্জে কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। জেলাজুড়ে ৫০-৬০টি গ্রাম থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে মোট ২৩ ট পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের জেলা বন আধিকারিক উমর ইমাম জানিয়েছেন, ১০টি দপ্তরের গাড়ি পেট্রলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ভোর ছটা থেকে চলে হুলা পার্টির নজরদারি। এছাড়াও হাতির অবস্থান পরিবর্তন হলে বন বিভাগ এবং পুলিশ যৌথ ভাবে কাজ করছে।

কোথায় কতগুলি হাতি রয়েছে, তার জন্য বৃহস্পতিবার একটি 'ইন্টেন্স স্ক্যানিং' করা হয়েছিল। এদিন সকাল থেকেই কুয়াশা করে রয়েছে, আবহাওয়া পরিষ্কার হলেই আবারও 'ইন্টেন্স স্ক্যানিং' করা হবে।

বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের জেলা বনাধিকারিক আশ্বাস দিয়ে জানান যে, বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের হাতিপ্রবণ জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার পরীক্ষার্থীদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা দিক। তাদের সম্পূর্ণ সুরক্ষার দায়িত্ব বন বিভাগ এবং জেলা পুলিশের।

হাতির জন্য গাড়িতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছলেন ডিএফও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জঙ্গলে ২৩টি হাতি থাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিজের গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের ডিএফও। জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর যাতে করে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য তৎপর বনদপ্তর। ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপুর জঙ্গলে রয়েছে ২৩টি হাতির একটি দল, যে কারণেই পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সকাল থেকেই ময়দানে নেমেছেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের ডিএফও এবং বিষ্ণুপুর রেঞ্জ অফিসার। তাঁরা নিজেদের গাড়ি করে মাধ্যমিক কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন পরীক্ষার্থীদের। এতে খুশি পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা।

পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছতে বিশেষ উদ্যোগ বন দপ্তর, বাস মালিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম জঙ্গলমহল জুড়ে নিয়মিত দলমার হাতিদের সদর্প উপস্থিতি বর্তমান। তার মধ্যেই শুক্রবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ায় হাতির এহেন আতঙ্কের মধ্যে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দপ্তর ও বাস মালিক সংগঠন। হাতির তাণ্ডব রয়েছে এমন সমস্ত এলাকাগুলিতে টহল দেওয়া এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে পরীক্ষার্থীদের গাড়িতে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও পরীক্ষা শেষে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করল বন দপ্তর।

জেলার ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ি, নয়াগ্রাম সহ বিভিন্ন ব্লকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার দিনগুলোতে কোনও প্রকার ভাড়া ছাড়া যাতায়াতের ব্যবস্থা করল জেলা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। জানা গিয়েছে, এবছর জেলায় মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১২৯৭৫ জন। ছাত্রী ৬৯৩৩, ছাত্র ৬০৪২, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য টোটাল ভেনু-৩৮, মেন ভেনু-১৫, সাবভেনু-২৩। বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনও এবার পরীক্ষার্থীদের পাশে থাকার লক্ষ্যে তাদের আসা-যাওয়া নিখরচায় করার ব্যবস্থা করেছেন।

এবিষয়ে বাস মালিকদের সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য পরীক্ষার দিনগুলোতে কোনও প্রকার বাস ভাড়া নেবে না সংগঠনের বাসগুলো। পাশাপাশি বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, গত বছর জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজঘাট এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। ঘটনার পর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনার এবার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাই পরীক্ষার্থীদের জন্য নেওয়া হচ্ছে একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। জেলার জঙ্গলের নিকটবর্তী এলাকায় হাতির হানা থেকে পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষা প্রদানে নেওয়া হল একাধিক ব্যবস্থা। হাতিপ্রবণ এলাকাগুলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা ভেবে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে যাতায়াতের জন্য গাড়ি সহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে পরীক্ষা শুরু ও শেষের এক ঘণ্টা আগেই হাতির অবস্থান জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও ওই এলাকার সমস্ত জঙ্গলে 'শর্ট কার্ট' রাস্তায় যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিঃ
রেজিঃ অফিস: ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন: ২২২৬৮৬১৯
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN: L74999WB1919PLC0035169

বিজ্ঞপ্তি

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ শনিবার কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ত্রৈমাসিক ও ৯ সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) নথিভুক্ত করা হবে।

পর্ষদের পক্ষে
শোভনা শেঠি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০২.০২.২০২৪

জনবিজ্ঞপ্তি
মাত্রা ফাইনান্স প্রাইভেট লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U65999WB2017PTC222784
নিবন্ধিত অফিস: ২০৯, আচার্য জগদীশ বোস রোড,
ফ্ল্যাট নং ১৮৩, ৬ষ্ঠ তল,কলকাতা-৭০০০১৭ ই-মেইল: matrafinance@gmail.com
চেঞ্জ অফ ম্যানেজমেন্ট এবং চেঞ্জ অফ কন্ট্রোলের বিষয়ে
(আরবিআই প্রবিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মাত্রা ফাইনান্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অধীনে নিগমিত এবং এনবিএফসি হিসাবে আরবিআই, কলকাতার সাথে নিবন্ধিত হয়ে কাজ করে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ২০৯, আচার্য জগদীশ বোস রোড, ফ্ল্যাট নং ১৮৩, ৬ষ্ঠ তল,কলকাতা-৭০০০১৭ -এ অবস্থিত, শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক, এর বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল-

ক্র. নং.	ট্রান্সফেরর	ট্রান্সফেরি	শেয়ার সংখ্যা
১	লিওলাইন ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড	মিডপয়েন্ট কমোডিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড	১০,৪৮,০০০
২	রিয়েল ভ্যালু এগ্রোটেক প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	মিডপয়েন্ট কমোডিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড	১০,৪৮,০০০
		মোট	১০,৯৬,০০০

নিয়োগকৃত নতুন পরিচালকরা হলেন শ্রী গৌতম কানোদিয়া (DIN: 01738027) এবং শ্রী অভিষেক আগরওয়াল (DIN: 06816716), কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১৬১ অনুসারে ০২/০২/২০২৪ তারিখে একটি সঠিকভাবে বোর্ড সভা করে। কলকাতার রেজিস্ট্রারকে এই তথ্য দেওয়া হবে।
সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের উপরোক্ত তথ্যগুলি লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাত্রা ফাইনান্স প্রাইভেট লিমিটেড
বোর্ডের পক্ষে এবং জন্যে
স্বা/- অবিনাশ ঝা, ডিরেক্টর, DIN: 06632402
স্বা- অমিত কুমার, ডিরেক্টর, DIN: 09760983

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৩.০২.২০২৪

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স কেজি শুটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(CIN - U19202WB2007PTC112472)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪১, মাথেশ্বরতলা রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৬
লিকুইটেডরের ঠিকানা : ১, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ যোগাযোগ +৯১ ৯৮৩০০৫৮১২১, ইমেল : liqd.kaygee@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৩৫(এফ) এবং তৎসহ পঠিত লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন অধীনে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যা আছে ভিত্তিতে", "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" অনুযায়ী সম্পদ বিক্রি করা হবে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://www.eauctions.co.in মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

নিলামের তারিখ এবং সময়	সোমবার, ২৯/০২/২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন জমা দেবার শেষ তারিখ	শনিবার, ১৭/০২/২০২৪ বিকেল ৫টার পূর্বে
সফল ডাকদাতাকে জানানো	শুক্রবার, ১৯/০২/২০২৪
ইএমডি জমার শেষ তারিখ পর্যবেক্ষণের তারিখ	শুক্রবার, ২৬/০২/২০২৪ বিকেল ৫টার পূর্বে
পরিদর্শনের তারিখ	শুক্রবার ১৯/০২/২০২৪ থেকে শুক্রবার ২৬/০২/২০২৪ আগাম যোগাযোগ সাপেক্ষে, যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী পঙ্কজ কুমার কেডিয়া (মোঃ ৯৮৩০০৫৮১২১)

সম্পদ এবং সম্পত্তির বিক্রির মূল বিস্তারিত (লাখ টাকায়)

লট নং	বিবরণাদি	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত মূল্য
৩.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ এরিয়া ৪ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট, ৫ কাঠা ৮ ছটাক, ৫ কাঠা, ৪ ছটাক, ১৯ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা- ট্যাংরা, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ৫, অংশত দাগ নং ৩৬২, এডিএসআর শিয়ালদহ অধিক্ষেত্রে, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮, প্রেমিসেস নং ৪৭,, দক্ষিণ ট্যাংরা রোড, বর্তমানে ৬৪, ৬৫, ৬৬ মাথেশ্বরতলা রোড, থানা- প্রগতি ময়দান, কলকাতা - ৭০০০৪৬ চলতি সম্পদ সহ (ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত),	২১৬.০০	২১.৬০	৫.০০ অথবা এর গুণিতকে

বিক্রয় নোটিশ টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি সহ ই-নিলাম বিক্রয় সম্পর্কিত পড়তে হবে যা পাওয়া যাবে ইমেল করে liqd.kaygee@gmail.com থেকে। কোনও জিজ্ঞার জন্য শ্রী বিজয় পিপালিয়া/শ্রী ইস্থাক আহমেদ (৯৮৭০০৯৯৭১৩) বা ইমেল: admin@eauctions.co.in বা লিকুইডেটরের ইমেল liqd.kaygee@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
পঙ্কজ কুমার কেডিয়া,
লিকুইডেটর **কেজি শুটেক প্রা লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01037/2017-18/11710
এএফএ বৈধতা ১৬.১০.২০২৪ পর্যন্ত

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৩.০২.২০২৪

SBI | **এসবিআই আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২)**
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪। ই-মেইল : sbi.15342@sbi.co.in
সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে তাদেরকে নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত এসেছে এবং এতদ্বারা এই উপায়ে তাদেরকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম সহ ঠিকানা	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ লোন এ/সি নং-
১. ২.	**শ্রী অরিজিৎ দে** **শ্রীমতী শ্রেয়সী দে** স্বামী- শ্রী অরিজিৎ দে ২০, বহিরাগত কলোনি, স্বামীজী নগর, দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৩০ **এছাড়াও এখানে:** ই/ ৩৪ / আদর্শনগর, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৪৯ **এছাড়াও এখানে:** ফ্ল্যাট নং ৪০৭, ৫ম তল, 'সিদ্ধা টাউন হোল্ডিং নং-এএস/০২/ বিএল/ এল/১৪-১৫, শ্রী রমেশ মিত্র রোড, থানা- এয়ারপোর্ট, কলকাতা-৭০০১৩৬।	**তফসিল 'সি : অংশ - ১ :** অনুগ্রহ করে সমস্ত হাইপোথেকেটেড সম্পত্তি উল্লেখ করুন অর্থাৎ, বর্তমান সম্পদগুলি সহ স্টক, বই ঋণ, প্রাপ্য, ভোগযোগ্য স্টোর এবং খুচরা এবং হাইপোথেকেটেড মুভেবল প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত (তফসিল 'বি') **অংশ -২-** অনুগ্রহ করে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করুন যেমনটি বন্ধকী নথি/ডিডের রেফারেন্স সহ নথিতে বলা হয়েছে (তফসিল 'বি') সম্পত্তির বিবরণ- ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং-ডব্লিউ০৪০৭-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা প্রায় ৭৯০ (সাতশো নব্বই) বর্গফুট। **উডপেকার** নামক বিল্ডিংটিতে উক্ত ক্লাস্টারের অংশ গঠন করে যা **'সিদ্ধা টাউন'** নামে ওই কমপ্লেক্সের একটি অংশ। উল্লিখিত ক্লাস্টারটি রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড, মৌজা- গোপালপুর, জেএল নং-২ এর মধ্যে পৌর প্রেমিসেস নং এএস/০২/বি১-জে/০৯-১০, শ্রী রমেশ মিত্র রোড, বেরেবেরি, শিখর বাগান, কলকাতা- ৭০০১৩৬-এ নির্মিত। থানা- এয়ারপোর্ট, বই নং-আই, সিডি ভলিউম নং-৪০, পৃষ্ঠা ৯৪ থেকে ১২৯ পর্যন্ত, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এআরএ-২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে ২০২১৩ সালের বিয়িং নং ১৩৪৪২। **সম্পত্তিটি শ্রী অরিজিৎ দে এবং শ্রীমতী শ্রেয়সী দে-এর নামে আছে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে** আরএস ও এলআর দাগ নং -৩৮৩২ (পি), ৩৮৩৪ (পি) এবং পূর্ব বেরেবেড়ির মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা; **পূর্বে,** আরএস ও এলআর দাগ নং -৩৮৩২ (পি), ৩৮৩৪ (পি); ৩৮৩৬ (পি), ৩৮৩৮ (পি) ৩৮৩৯ (পি) এবং ৩৮৮৫ (পি); **দক্ষিণে,** আরএস ও এলআর দাগ নং -৩৮৩১ (পি), ৩৮৩৭ (পি), ৩৮৮৫ (পি), ৩৮৮৬ (পি); **পশ্চিমে** আরএস ও এলআর দাগ নং -৩৮২৯ (পি), ৩৮৩১ (পি), ৩৮৩৬(পি), ৩৮৩২ (পি), ৩৮৩৭ (পি) এবং ৩৮৮৫ (পি) দ্বারা।	১৩(২) এর অধীনে নোটিশের তারিখ ১৫/০১/২০২৪ এনপিএ তারিখ ২৯/১২/২০২৩	**৩৫১৯১৩৩৫৬৯৭ (এইচবিএল) ৩৫১৯১৩৩৫৭০০ (সুরক্ষা) ৯,১৩,৭৩২.৩৮ টাকা** (নয় লক্ষ তেরো হাজার সাতশো বত্রিশ টাকা ও আটত্রিশ পয়সা মাত্র।) ০৪.০১.২০২৪ অনুযায়ী। তদুপরি আপ টু ডেট অর্জিত সুদ। এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার/আইনগত উত্তরাধিকারীদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখ: ০৩.০২.২০২৪
স্থান: বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: z184@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ০৬.০৩.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **১৪,৩০,৫২৭.৫৯ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতাশ টাকা উনষাট পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স = ১১,১০,২৬৪.০৮ টাকা + ৩,১৭,৩১৩.৫১ টাকা + ২,৯৫০ টাকা) ০১.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **"মৃত সমীর অ্যান্টনি রোজারিওর সম্পত্তি তে (২৫.০৪.২০২২ তারিখে মৃত)"**, সুতিরমাঠ (এস), পোস্ট ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **(ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** আইনী উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন অর্থাৎ **(১) শ্রী শ্রীকান্ত রোজারিও,** পিতা- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, সুতিরমাঠ (এস), পোস্ট ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **(২) মিসেস সুমন সিলভা রোজারিও,** পিতা- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, ফ্ল্যাট নং ১০১, গুনগুন অ্যাপার্টমেন্ট, স্বর্ণময়ী রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ- এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	১. **"মৃত সমীর অ্যান্টনি রোজারিওর সম্পত্তি তে (২৫.০৪.২০২২ তারিখে মৃত)"** সুতিরমাঠ (এস), পোস্ট ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **(ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) আইনী উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন অর্থাৎ** **(১) শ্রী শ্রীকান্ত রোজারিও,** পিতা- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, সুতিরমাঠ (এস), পোস্ট ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **(২) মিসেস সুমন সিলভা রোজারিও,** পিতা- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, ফ্ল্যাট নং ১০১, গুনগুন অ্যাপার্টমেন্ট, স্বর্ণময়ী রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ ২. **"মৃত মল্লিকা রোজারিওর সম্পত্তিতে (বর্তমানে মৃত)"**, স্বামী- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, সুতিরমাঠ (এস), পোস্ট ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **(জামিনদার) আইনী উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন অর্থাৎ-** **(১) শ্রী শ্রীকান্ত রোজারিও,** পিতা- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, সুতিরমাঠ (এস), পোস্ট ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **(২) মিসেস সুমন সিলভা রোজারিও,** পিতা- প্রয়াত সমীর অ্যান্টনি রোজারিও, ফ্ল্যাট নং ১০১, গুনগুন অ্যাপার্টমেন্ট, স্বর্ণময়ী রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ **খ) বহরমপুর কেএন রোড শাখা**	ক্ষগুনগুন অ্যাপার্টমেন্টক্ষ নামে জি+৫ তলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় (উত্তর পশ্চিমমুখী) ৮০১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের বিয়ারিং ১০১ নং ইউনিটের সকল যার অবস্থান: জেলা- মুর্শিদাবাদ থানা- বহরমপুর টাউন, মৌজা- গোরাবাজার, জেএল নং ৯০, তৌজি নং ১৬ বহরমপুর এসআরও এর অধীনে এবং পৌর এলাকার খতিয়ান নং সাবেক ১২২৯, আরএস ২৪৬৪, এলআর ১২৬৮৩ ও ১২৬৮৪, প্লট নং সিএস ২৪১২, আরএস ২৫১১/৩৮১৩ এলআর ৪১৯৪, হোল্ডিং নং ২৭ ও ২৮ স্বর্ণময়ী রোড বহরমপুর পৌরসভার অধীনে। **সম্পত্তিটি সমীর অ্যান্টনি রোজারিওর নামে আছে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সুনীল ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণ - পরেশ দত্তের সম্পত্তি, পূর্ব - সমর নাগের সম্পত্তি, পশ্চিম - ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।	**১৪,৩০,৫২৭.৫৯ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতাশ টাকা উনষাট পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স = ১১,১০,২৬৪.০৮ টাকা + ৩,১৭,৩১৩.৫১ টাকা + ২,৯৫০ টাকা) **০১.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ১৮.২৬ লক্ষ টাকা (*)** (আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30135423135** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ০৬.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০২.০২.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: রূপশা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকিকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৯.০২.২০২৪** তারিখে। ইচ্ছুক দরদাতা/দের তার ইএমডির পরিমাণ মেসার্স এমএসটিসি-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** -এ তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে এনইএফটি/ আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে অকশনের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৯.০২.২০২৪
সময়: ১২০ মিনিট দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ ভালোভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মুল্য খ. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি)	বকেয়া পাওনা	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**মেসার্স কল্পতরু আট্টাচাকি শপ, স্বত্বাধিকারী তাপস কুমার ঘোষ,** পিতা- প্রয়াত তারাপদ ঘোষ, ও **জামিনদার:- শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ,** স্বামী- শ্রী তাপস কুমার ঘোষ এবং **মানোশ ঘোষ,** পিতা- প্রয়াত তারাপদ ঘোষ। 'গীতাঞ্জলি আবসন' নামে পরিচিত জি+৩ তলা ভবনের প্রথমতলায় ১০৫ বর্গফুট, ৮৮ বর্গফুট এবং ১০৮ বর্গফুট মোট ৩০১ বর্গফুট পরিমাপের তিনটি গোডাউনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা-বালি, জেএল নং-১৪, আরএস দাগ নং-২৪৭২, ২৪৭৩ এবং ২৪৭৮/২৫৪০, খতিয়ান নং-৮৭৪২ এবং ৮৭৮৯, থানা- বালি, জেলা- হাওড়া দুর্গাপুর- অভয়নগর নং-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। পিন- ৭১১২০৫। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর: পান্নালাল ঘোষের দোকান থেকে, দক্ষিণ: কমন প্যাসেজ, পূর্ব: বিভূতি পালের দোকান, পশ্চিম: বালি দুর্গাপুর রোড দ্বারা। **সম্পত্তিটি তাপস কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত তারাপদ ঘোষ -এর নামে আছে দলিল নং- আই-১০৫৪ তারিখ- ১৪.০২.২০০২, আই-৮৪২০ এবং আই-৮৪২১ তারিখ- ১৪.১২.২০০৩।** **(দখলের ধরন: বাস্তবিক)**	ক) ৬,৫৭,০০০.০০ টাকা খ) ৬৫,৭০০.০০ টাকা	১,২৬,৭৩,০৮৭.৬৬ টাকা (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতাশি টাকা ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১.১০.২০১৮ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১৫২০ **দর বৃদ্ধির পরিমাণ: ১০,০০০.০০ টাকা** **পরিদর্শনের তারিখ: ১২.০২.২০২৪**	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল

সম্পত্তি অনুসন্ধানের জন্য (সম্পত্তি আইডি-SBIN100001152179)

সম্পত্তির অবস্থান বালি দুর্গাপুর অভয়নগর, হাওড়া-৭১১২০৫	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং সংশ্লিষ্ট ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য তৈরী : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৩.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মাধ্যমিক প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ডে আটক ২ পরীক্ষার্থী, বাজেয়াপ্ত মোবাইল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মোবাইলে বাংলা প্রশ্নপত্র পাচারের অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় দুই পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে প্রশাসন। ওই দুই পরীক্ষার্থীর মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আপাতত ওই পরীক্ষার্থীদের প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার ব্লকের রায়গ্রাম হাইস্কুলে এবং কালিয়াচক তিন ব্লকের চামাগ্রাম হাইস্কুলে।

জেলা পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ছিল মাধ্যমিকের প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা। অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়গ্রাম হাইস্কুলে এবছর ইংরেজবাজার ব্লকের নঘরিয়া হাইস্কুলের সিট পরেছে। ওর দিকে কালিয়াচক তিন ব্লকের বেদরাবাদ হাইস্কুলের সিট এ বছর পড়েছে চামাগ্রাম হাইস্কুলে। ওই দুই স্কুলের দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এদিন বাথরুমে গিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে বাংলা প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে বাইরে পাচার করে বলে অভিযোগ। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই প্রশ্নপত্র ভাইরাল হয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছয় মালদা সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং ব্লক প্রশাসনের কর্তারা।

যদিও প্রশাসনিক সূত্রে আটক ওই দুই ছাত্রের নাম প্রকাশ করা হয়নি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে পর্ষদের কোড ব্যবস্থা থাকার কারণেই ওই দুই পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। যদিও এ নিয়ে জেলাস্তরের প্রশাসনের কেউই মন্তব্য করতে চাননি। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিকে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল পৌনে ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। এবছর মালদা জেলায় মোট ছাত্রের সংখ্যা ১৯ হাজার ৪২৪ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২৫হাজার ৪৬৬ জন। সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার।

গত কয়েকদিন আগে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় মালদায় আসেন এবং জেলার প্রায় শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রশ্নপত্র যাতে না ফাঁস হয় তার জন্য এবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে যেমন স্বতন্ত্র কোড প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই সেই ইউনিট কোড দেখে পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি স্কুলে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা। এমনকী পরীক্ষার্থীর কোলের শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর ক্ষেত্রেও এবার কড়াকড়ি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

বাঁশ দিয়ে ঘেরা রাস্তা, অসুবিধায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা, ক্ষোভ গোঘাট জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন হুগলি গোঘাটের কাঁটালি হাইস্কুলে দেখা গেল অন্য চিত্র। রাস্তা বাঁশ দিয়ে ঘেরা থাকায় পায়ে হেঁটে প্রায় ১০০-১৫০ মিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা ও প্রশাসনের আধিকারিকদের যেতে হয়। পিচ রাস্তা ঘেরা থাকায় কোনও গাড়ি যেতে না পারায় সমস্যায় পড়েছে পরীক্ষার্থীরা। আর এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আগত অভিভাবকেরা। শুক্রবার রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রের আটোসাটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে প্রশাসন। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় অনেকটা এগিয়ে আসায় ছাত্রছাত্রীদের সকাল থেকেই দেখা যায় পরীক্ষা কেন্দ্রে। শুভেচ্ছা দিতে দেখা যায় একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতাদের। ব্যতিক্রমী চিত্র গোঘাট এক নম্বর ব্লকের গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটালি হাইস্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ১০০-১৫০ মিটার দূরে পিচ রাস্তা বাঁশ দিয়ে ঘেরা ও খুবই সংকীর্ণভাবে কাটা। যেতে পারছে না প্রশাসনিক গাড়ি থেকে পুলিশের গাড়ি ও ছাত্র-ছাত্রীদের গাড়ি। ফলত অসুবিধার মুখে ছাত্র-ছাত্রীরা। এই বিষয়ে গোঘাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, এই সমস্যাটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা। আমরা বিভিন্নভাবে ব্লক প্রশাসন এবং গোঘাট থানা, বিডিও-সহ আমরা পঞ্চায়েত সমিতি সবাই আমরা গিয়েছিলাম জগবন্ধু মুখার্জি বলে একজন ব্যক্তি কাছে। উনার নাকি ওটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাস্তা ওখানে নেই। আমরা সবাই মিলে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম উনি সেটা আলোচনার মধ্যে রেখেছেন। খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যাটা মিটে যাবে বলে আমাদের ধারণা। গোঘাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা বলেন, এই রাস্তাটা নিয়ে আমরা ওনাকে বলেছি। বারে বারে উনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এটা গ্রামের রাস্তা। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় রাস্তা হবে। আপনি একটু সহযোগিতা করলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর হবে। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ গোঘাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অনন্যা পাল বলেন, প্রশাসনগতভাবে আমরা এটা নিয়ে উনার কাছে গিয়েছিলাম এবং উনাকে বলা হয়েছে। আমাদের যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত আছে সকলে মিলে আমরা চেষ্টা করছি রাস্তাটা তৈরি করার। সবমিলিয়ে এখন দেখার পরীক্ষা চলাকালীন এই সমস্যার সমাধান হয় কিনা।

মালদায় শুট আউট ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ১, জখম আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় শুট আউটের ঘটনায় মৃত্যু হল লাইসেন্সি মদের দোকানের এক কর্মীর। দুষ্কৃতীদের এই হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরো এক কর্মী। তার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তি মালদার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যায়। ব্যবসার কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথেই দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ। টাকার ব্যাগ ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাতে গাজোল থানার আলাল গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতোল পোল্ট্রি হ্যাচারির এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম চিন্ময় বারুই (৪৫) এবং আহতের নাম প্রসেনজিৎ মোদি (৩৮)। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চিন্ময় বারুই।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এদিন রাতে ব্যবসার টাকা নিয়ে ওই দুইজন স্কুটি করে বাড়ি ফিরছিল। গাজোলের মাতোল এলাকায় দুটি মোটর বাইকে ছয় জন দুষ্কৃতী এসে ওই টাকার ব্যক্তি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এরপরে দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হয় দুইজন। সেখানেই হামলাকারীরা গুলি চালালে একজনের পিঠের মাঝখানে গুলি লাগে। এরপরই টাকার ব্যাগ ভেবে অন্ধকারের মধ্যে অন্য একটি ব্যাগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের হামলার পর রাতেই দু'জনকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। সেখানে গুলিবিদ্ধ চিন্ময় বারুইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ইংরেজবাজার শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় এবং চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

এদিকে এই গুলিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে ফের গাজোলে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই এই হামলাটি চালিয়েছে। যদিও টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়নি। হামলাকারীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

মাধ্যমিকের প্রথম দিনই দুর্ঘটনা, মৃত পরীক্ষার্থীর দাদা, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পরীক্ষার্থীর দাদার। অন্যদিকে গুরুতর আহত পরীক্ষার্থীর এক দিদি। দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে বলগোনা গুসকরা রাস্তায় ভাতার থানার মাহাতা গ্রামের কাছে। মৃতের নাম অরিজিৎ ঘোষ (২১)। তাঁর বাড়ি ভাতারের বেরোয়া গ্রামে। দুর্ঘটনায় জখম রিক্তা ঘোষকে (১৮) উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। তবে পরীক্ষার্থীকে এই দুর্ঘটনার বিষয়ে কিছু না জানিয়ে তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে, বেরোয়া গ্রামের বাসিন্দা রিক্তা ঘোষের বোন স্মৃতি ঘোষ এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অরিজিৎ ঘোষ রিক্তা ও স্মৃতির খুড়তুতো দাদা। এরুয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে স্মৃতির। এদিন পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি মারুতি ভ্যানে চড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল স্মৃতি। মারুতির পিছনেই খুড়তুতো দাদার মোটর সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিলেন রিক্তা। মাঝ রাস্তায় বিপরীত দিক থেকে আসা এলপিজি গ্যাস ভর্তি একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর সাইকেলের সামনে ধাক্কা মারলে, অরিজিৎ ছিটকে লরির নীচে পড়ে যায়। লরির চাকায় পিষে যায় তাঁর মাথা। দুর্ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর যখন হন রিক্তা। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে। যদিও লরির চালক ও খালাসি ঘটনার পর পালিয়ে যান।

অন্যের অ্যাডমিট কার্ড জেরক্সে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনই উত্তরপাড়ায় চাঞ্চল্য। টেস্টে পাশ না করা অন্যের অ্যাডমিট কার্ড ফোটোকপি করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে এক ছাত্র ধরা পড়ল বলে অভিযোগ। উত্তরপাড়া ভদ্রকালী হাইস্কুলের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, উত্তরপাড়া অমরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠের ওই ছাত্র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় টেস্টে পাশ করেনি। তাই তার অ্যাডমিট কার্ডও হয়নি। নিয়মিত স্কুলেও যেত না ওই ছাত্র, অথচ শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলে যায়। যে অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে সে দেখায় তাতে রোল নম্বরে কালি দেওয়া ছিল। ফলে অ্যাডমিট চেক করতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে পরীক্ষকদের। এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রের স্কুল অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠে খবর দেয়। পর্ষদের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদেরও জানানো হয়। ভদ্রকালী স্কুলে এসে তারা ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেন। অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা করে দেখেন। ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি।

অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুশান্ত রায় জানান, ওই ছাত্র স্কুলে অনিয়মিত ছিল। অ্যাডমিট কার্ড আসল না, স্বাভাবিক ভাবেই ওর পরীক্ষা দেওয়ার কথা না। পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। হুগলি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষ জানান, ওই ছাত্র টেস্টে পাশ করেনি। পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যদিও এই বিষয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা জানান, এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ আসেনি, অভিযোগ এলে বিষয়টি দেখবেন।

সিউড়ির শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট ফর সাইটলেস এর তিন দৃষ্টিহীন ছাত্র মুস্তাকিম ওয়াসিম, আয়ুব মিয়া এবং বাবলু মাহারা কে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন সিউড়ির মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিনহা। অন্যান্য বারের মতন এবারও এই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ট্রাফিক ওসি সুমন প্রামানিক। এবছর এই তিন ছাত্রের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে বীরভূম জেলা স্কুলে জানালেন অরবিন্দ ইনস্টিটিউট ফর সাইটলেস এর প্রধান শিক্ষক সন্দীপ দাস।

ভুল জায়গায় পৌঁছনো পরীক্ষার্থীকে সঠিক কেন্দ্রে পৌঁছলেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক ৯টা বেজে ৩৫ মিনিট। আর ১০ মিনিট পরেই ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হবে জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। ঠিক তখনই পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার অন্তর্গত লক্ষণপুর জগদা সৎসঙ্গ ক্ষীরোদাময়ী বিদ্যাপীঠে আসা বর্ণালী হাঁসদা নামে এক পরীক্ষার্থী বুঝতে পারে যে, সে ভুল পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছে। তার সঠিক পরীক্ষা কেন্দ্র সেখান থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে হুড়া হাইস্কুলে। ভুল করে অন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা ওই ছাত্রীর সঠিক জায়গায় পৌঁছতে আর ১০ মিনিট হাতে সময় রয়েছে।

জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় ভুল কেন্দ্রে চলে আশায় সে আর পরীক্ষা দিতে পারবে না ভেবে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়েই পুরোপুরি ভেঙে পড়ে ও কাঁদতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসতেই সেখানে উপস্থিত থাকা হুড়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ মাহাতো তড়িঘড়ি ওই পরীক্ষার্থীকে নিজের গাড়িতে করে নিয়ে যান তার সঠিক পরীক্ষা কেন্দ্র হুড়া হাইস্কুলে। পরীক্ষা শুরুর ৩ মিনিট আগে অর্থাৎ ৯টা ৪২ মিনিটে ওই পরীক্ষার্থীকে সঠিক কেন্দ্রে পৌঁছে দেন হুড়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ মাহাতো।

আর প্রসেনজিৎবাবুর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা সমস্ত অভিভাবক। অন্যদিকে প্রসেনজিৎবাবুর সহযোগিতায় বর্ণালী তার নিজের সঠিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে জীবনের প্রথম সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় বসতে পারায় প্রসেনজিৎবাবুকে ধন্যবাদ জানান ওই পরীক্ষার্থীর বাবা চিত্তরঞ্জন হাঁসদা থেকে শুরু করে সকলেই।

শাসকদলের মদতে গাছ কেটে পাচার, পুকুর ভরাটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শাসকদলের মদতে বেআইনি ভাবে গাছ কেটে পাচার করার পাশাপাশি পুকুর ভরাটের অভিযোগ তুলে তা রুখলেন বিজেপি কর্মীরা ও কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা।

শুক্রবার দুপুরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা বিজেপি নেতা আনন্দ কুমারের দাবি, তাঁরা খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন পানাগড় বাজারের একটি বহুতল আবাসন কর্তৃপক্ষ ওই আবাসনের ভিতরে যে সমস্ত গাছ ছিল, সেগুলি কেটে পাচার করছিল। এছাড়াও তাঁরা দেখেন, অল্প অল্প করে মাটি নিয়ে ওই আবাসনের পাশের পুকুরে ফেলে ওই পুকুরটি মাটি ফেলে ভরাট করার পরিকল্পনা করেছে ওই আবাসন কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে তাঁরা ওই আবাসনের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা। তাঁর দাবি, তাঁরা খবর পেয়ে এসে গাছ পাচার রুখেছেন। পাশাপাশি এই বিষয়ে বন দপ্তরকেও তাঁরা খবর দিয়েছেন। পরে তাঁরা কাঁকসার বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। তিনি দাবি করেন, পুকুর ভরাটের যে চক্রান্ত চলছে, তা কোনও ভাবেই তাঁরা করতে দেবেন না। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের লোকেরাই মদত দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কারণ ওই আবাসনের পাশেই রয়েছে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়।

সারাদিন ওই জায়গায় তৃণমূলের কর্মীরা আশা যাওয়া করেন। তাঁরা এই ঘটনা দেখেও না দেখার মতো রয়েছেন মানেই তাঁদের মদতেই এই কাজ হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পাশাপাশি কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান জানিয়েছেন, এলাকা থেকে কেউ এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেননি তাই এই বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো শুভেচ্ছা বার্তা স্বচ্ছ বোর্ড ও ক্যাডবেরি চকলেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শুক্রবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন স্বচ্ছ বোর্ড, চকলেট, শুভেচ্ছা বার্তা, একটি কলম। উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলে শুক্রবার গিয়ে সকালবেলায় পুরচেয়ারম্যান পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন। শুক্রবার সকালে মাখলা হাইস্কুলে ৪-৫টি স্কুলের প্রায় সাড়ে ৫০০ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন সঙ্গে অভিভাবকরাও ছিলেন।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায়, কাউন্সিলর মানসী সিংহ বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মাখলা হাইস্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ডলি ঘোষ যাদব। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'আট বছর ধরে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা পরীক্ষা দেওয়ার সময় উৎসাহ পায়। উত্তরপাড়ায় যেসব জায়গায় পরীক্ষার কেন্দ্র আছে সব কেন্দ্রতেই পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শুভেচ্ছা বার্তা, স্বচ্ছ বোর্ড, একটি কলম, চকলেট দেওয়া হচ্ছে মাখলা হাইস্কুলে সাড়ে ৫০০ পরীক্ষার্থী

আছেন। সব মিলিয়ে ২০০০ পরীক্ষার্থী আছেন উত্তরপাড়ায় তাদের সাফল্য কামনা করি। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।' উত্তরপাড়ার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'ছোটবেলা থেকে তারা কষ্ট করে এই পর্যন্ত পড়াশোনা করে এসেছে এটা জীবনের বড় পরীক্ষা প্রথম পরীক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। তাদের উৎসাহ দিতে উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয়েছে।' একসময় পরীক্ষার্থীদের স্কুলে ঢোকার সময় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

রামায়ণের নায়কের মূর্তির সামনে মহাভারত পাঠের অভিনব দৃশ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রামায়ণের নায়কের মূর্তির সামনে মহাভারত পাঠের অভিনব দৃশ্য দেখা গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন।

শ্যামপুরের দেওড়া নহলা অবিনাশ স্কুলে গিয়ে দেখা গিয়েছে অভিনব এক ছবি। স্কুলের প্রাচীরের গায়েই রয়েছে এক রাম-প্রতিমা। বলাই বাহুল্য, গত ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধনের দিন পুজো হয়েছিল। কিন্তু এখনও তাঁর বিসর্জন হয়নি। যা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে। শুক্রবার এই রাম প্রতিমার পাশেই তৈরি হওয়া অভিভাবকদের বিশ্রামস্থলে গিয়ে দেখা গেল মোবাইল ছেড়ে দুই অভিভাবককে পালা করে মহাভারত পড়তে। যা রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়। মোবাইলের যুগে বই পড়ার রেওয়াজ কমেছে। কিন্তু এদিন দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। তাও আবার মহাভারত পড়ার চিত্র ধরা পড়ল।

জনৈক গৃহবধূ বলেন, 'অবসরের সময়ে বইটি পড়া হয়ে যাবে। অনেক কিছু জানতে পারছি।' এদিন এই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্যামসুন্দর মেটে জানান, বই পড়ার অভ্যাস অন্যদের শুভ বার্তা দেবে। তবে স্কুলের গেটে রাম প্রতিমার অবহেলা কষ্ট দিচ্ছে।

স্কুল চত্বরে অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা পরীক্ষার্থীদের হাতে জলের বোতল, ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অভিভাবকদেরও বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও স্কুল কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগ নিয়েছে তো আবার কোথাও এই উদ্যোগ নিয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা। বাগনানের বাঙালপুর হাই স্কুল, মুর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠে আসা অভিভাবকদের বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা যেমন করা হয়, তেমনই কয়েকশো অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জল,বিস্কুটের প্যাকেট ও চা। আর এই উদ্যোগ নেন উপপ্রধান আশিক রহমান।

পরীক্ষার্থীদের গোলাপ, জল, পেন দিয়ে শুভেচ্ছা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শুক্রবার শুরু হল ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারে সারা বাংলায় ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,৮২,৩২১ জন। এবারের পরীক্ষা ঘিরে সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তৎপর পুলিশ প্রশাসন। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে

এবারে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে বাস ভাড়া মকুব করেছে সরকার। রাজ্যের প্রায় সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো সকাল থেকেই অণ্ডাল হিন্দি হিন্দু উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীদের ভিড় জমেছে। এ বিদ্যালয়ে এবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১৭ জন। অণ্ডাল থানার পক্ষ থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার মুখেই পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলম, গোলাপ ফুল ও জলের বোতল তুলে দেওয়া হল।

বেহাল রাস্তায় জুতো হাতে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন। এদিন পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় রীতিমতো জুতো হাতে করে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যেতে হয় বলে দাবি পরীক্ষার্থী সহ অভিভাবকদের। বেহাল রাস্তার জন্য ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী সহ অভিভাবকরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ নম্বর ব্লকের কুকুরা অনিলাবালা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার মাঝে প্রায় হাফ কিলোমিটার রাস্তা মোরাম রাস্তা, যা বৃষ্টির কারণে বেহাল হয়ে পড়ে। বুধবার থেকে টানা বৃষ্টির জেরে একেবারে কাদাময় হয়ে উঠেছে এই মোরাম রাস্তাটি। রাধাবাজার থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার হাফ কিলোমিটার মোরাম রাস্তা একেবারে কাদাময় বলে দাবি। যার ফলে এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন সহ পায়ে হেঁটে যাওয়া মানুষরাও চরম সমস্যায় পড়ছেন। সমস্যায় পড়ছেন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীরা ও তাদের অভিভাবকরা।

শুক্রবার প্রথম পরীক্ষার দিনই পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, একে তো পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা বেহাল, তার ওপরে পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবকদের জন্য বসার কোনও জায়গা এবং বাথরুমেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে অভিভাবকরা চরম সমস্যায় পড়েন। যদিও বেহাল রাস্তার বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, রাস্তার অবস্থা সত্যিই বেহাল। ওই রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, খুব শীঘ্রই ওই রাস্তায় কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান রানার বিকল্প জীবিকার দিশা দেখাচ্ছেন মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার চুঁচুড়ার চকবাজার বাঁধপাড়ে কয়েকশো মৎস্যজীবী পরিবারের বসবাস। বিগত কয়েক বছর ধরে গঙ্গায় মাছের দেখা না মেলায় এখন হতাশ হয়ে ১০ জন মৎস্যজীবী বিকল্প জীবিকার খোঁজ শুরু করেন। এরপরেই তাঁরা সমাজমাধ্যম দেখে বিকল্প জীবিকা শুরু করেন। চুঁচুড়ার চকবাজার চাঁদনিঘাট সংলগ্ন গঙ্গার পাড়ে ডাক ফার্মিং (হাঁস খামার) শুরু করেন।

মাসখানেক আগে আনা একদিন বয়সের এক হাজার হাঁস ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে সেই খামারে। তবে এই হাঁস ইন্ডিয়ান রানার প্রজাতির। এখন আর মাস চারেকের অপেক্ষা। তারপরেই ডিম দিতে শুরু করে দেবে। প্রতিদিন শতকরা ৮০ থেকে ৮৫টি হাঁস ডিম দেবে। টানা দু'বছর ধরে ডিম পাবেন চাষিরা। তারপর মাংসের জন্য এই হাঁসগুলি বিক্রিও হবে। পাশাপাশি ডিম ফুটিয়ে আবার বাচ্চাও তৈরি করা হবে এখানে।

এখন এলাকার অন্যান্য মৎস্যজীবীরা সকলেই তাকিয়ে আছেন এই হাঁস খামারের দিকে। কারণ এর থেকে যদি বেশি অর্থ উপার্জন হয়, তা হলে আগামী দিনে অন্যান্য মৎস্যজীবীরাও তাঁদের পূর্বপুরুষের জীবিকা ছেড়ে নতুন জীবিকা নিয়ে এগিয়ে যাবেন। হুগলি জেলা পরিষদের প্রাণী ও মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, 'করোনার পর থেকে সরকারি উদ্যোগে গঙ্গায় মাছ ছাড়া হয়নি। ফলে গঙ্গায় মাছের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। যার ফলে এই সমস্ত মৎস্যজীবীদের এখন বিরহ অবস্থা। তবে বর্তমানে তাঁরা যে জীবিকা গ্রহণ করেছেন, তা অত্যন্ত ভালো। আমরা সরকারি ভাবে তাঁদেরকে সহযোগিতা করব।'

জ্ঞানবাপীতে চলবে পূজাপাঠ-আরতি

মুসলিম পক্ষের আর্জি নাকচ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট

এলাহাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি: জ্ঞানবাপীর তহখানায় আরতি ও পূজাপাঠ চলবে বলে জানিয়ে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। 'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটি'-র তরফে এ বিষয়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছিল হাইকোর্ট তা খারিজ করে দিয়েছে। আগামী মঙ্গলবার এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে।

মসজিদ চত্বরের দক্ষিণ অংশের 'ব্যাস কা তহখানা'-য় আরতি এবং পুজোয় আপত্তি জানিয়ে মসজিদ কমিটির তরফে হাইকোর্টকে বলা হয়েছিল, ১৯৩৭ সালে জ্ঞানবাপী সংক্রান্ত বিবাদের রায় মুসলিমদের পক্ষেই গিয়েছিল, তাই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-কে দিয়ে নতুন করে সমীক্ষা করানো এবং তার উপর ভিত্তি করে আরতি-পূজাপাঠের নির্দেশ দেওয়া যায় না। ২০২২ সালে বারাণসী আদালতের নির্দেশে করা 'অ্যাডভোকেট কমিশনার'-এর রিপোর্টকেও বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশে উপেক্ষা করা হয়েছে বলে মুসলিম পক্ষের দাবি ছিল।

সেই সঙ্গে আবেদনে বলা হয়েছিল, বারাণসী আদালতের নির্দেশ ১৯৯১-এর 'ধর্মীয় উপাসনাস্থল রক্ষা আইন বা 'প্লেসেস অব ওরশিপ (স্পেশ্যাল প্রভিশন) অ্যাক্ট'-এর পরিপন্থী। আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি শুক্রবার সকাল থেকে জ্ঞানবাপীর তহখানায় আরতি ও পূজাপাঠের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ শুরু করে মুসলিমপক্ষ। মসজিদ কমিটির তরফে শুক্রবার এলাকার সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের দোকান এবং অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্র বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। অশান্তির সম্ভাবনা এড়াতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। তারই মধ্যে আদালতের নির্দেশ মেনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণে ব্যাস কা তহখানা'-য় আরতি এবং পুজো করা হয়।

হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি ইস্যু

ওয়াক আউট ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: সংসদেও উঠল হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি ইস্যু। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে এ দিন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি নিয়ে সংসদে সরব হন। প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও। ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা ওয়াক আউট করেন সংসদ থেকে। এ দিন বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে ঝাড়খণ্ডের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনের শপথ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন টাল-বাহানা করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তিনি বলেন, 'ঝাড়খণ্ডে যা ঘটছে, তা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী।' সংসদের বাইরে তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়ও বলেন, 'ইডি যেকোনও অজুহাতে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করছে।

e-Tender Notice
NIT No.54/23-24 & 55/23-24 dt. 31/01/2024 & 02/02/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 8 nos) Total Amount Rs. 25,70,539/-. Last date of documents Down-loading & bid sub. 10/02/2024 upto 12-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O
Chapra Pan. Samity, Nadia

BANSBERIA MUNICIPALITY
P.O.- Bansberia, Dist.- Hooghly,
NOTICE FOR S.W.M. BYE LAW
Publication of notice for Final Notification of Bansberia Municipality Solid Waste Management Bye law. The Municipality has finally adopted SWM Bye law on 17th October 2023 in the BOC meeting. All citizens who generates the waste from residential, commercial, bulk waste generators etc everyone will abide the rule. Details of the Bye law are given in the official portal : **www.bansberiamunicipality.org. The Bye law will come into effect from 15th February 2024.**
Sd/- Chairman, Bansberia Municipality

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 23(2ND CALL)/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **2.2.2024 from 3.00 AM,** Bid Submission Closing Date: **10.2.2024 up to 5.00 PM,** Bid Opening Date: **13.2.2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 24(2ND CALL)/2023-24 & 25 (2ND CALL)/ 2023-24
Publishing & Submission Start Date: **2.2.2024 from 3.00 AM,** Bid Submission Closing Date: **10.2.2024 up to 5.00 PM.** Bid Opening Date: **13.2.2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

NIT No.SFDC/MD/NIT- 45(e)/2023-24
SFDC Ltd. Invites the tender for the work "Annual maintenance for Sanitary, Plumbing & Electrical work at Secretariat office building, Benfish Tower, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091". Last date of (online)bid submission on **12/02/2024 up to 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **15/02/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

মলদ্বীপকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল পাকিস্তান!

ইসলামাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি: নিজের ভাঁড়ার শূন্য। আর্থিক সহায়তার জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও চিনের কাছে হাত পাততে হয়েছে। সেই পাকিস্তানহ আবার মলদ্বীপকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। কূটনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হতেই মলদ্বীপ থেকে মুখ ফিরিয়েছে ভারত। আর সেই সুযোগেই নিজের সম্পর্ক শোধরানোর কাজে নেমে পড়ল পড়শি দেশ। পাকিস্তান মলদ্বীপকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের তরফে ঘোষণা করা হয় যে মলদ্বীপের উন্নয়নে সমর্থন ও সাহায্য করবে পাকিস্তান। জানা গিয়েছে, মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে ফোনে কথা হয় পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার-উল-হকের। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। একইসঙ্গে মলদ্বীপের উন্নয়নে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে সবথেকে গুরুত্ব দিতে চান তারা, সে বিষয় নিয়েও কথা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে মলদ্বীপ যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ভারতের সঙ্গে বরাবরই বিরোধ পাকিস্তানের। সেই কারণেই বিভিন্ন প্রয়োজনে চিনের দিকে মুখিয়ে থাকে পাকিস্তান। চরম আর্থিক সঙ্কটে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চিন। অন্যদিকে, মলদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুও চিন-পন্থী। সেই সমীকরণ ধরেই এবার মলদ্বীপের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিল পাকিস্তান।

তবে যেখানে পাকিস্তানের নিজেরই আর্থিক ভাঁড়ার কার্যত ফাঁকা, বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানে সরকার চলছে, তারা কীভাবে মলদ্বীপকে উন্নয়নকাজে সাহায্য করবে, এই প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই।

শুক্রবারও ইডির তলব এড়ালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলার তদন্তে আরও এক বার তাঁকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু শুক্রবারও ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই নিয়ে পঞ্চম বারের জন্য ইডির সমন এড়ালেন কেজরিওয়াল। আপের বক্তব্য, লোকসভা ভোটের আগে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই বার বার সমন পাঠানো হচ্ছে তাঁকে।

শুক্রবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লির ইডি দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কেজরিওয়ালকে। আপ সূত্রে খবর, এ দিন চণ্ডীগড় পুরনিগমের মেয়র নির্বাচনে 'কারচুপি'র অভিযোগ তুলে দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাবে তারা। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান।

আপের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণ অনৈতিক ভাবে কাজ করছে ইডি। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে দুষে ওই বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, 'মোদি চান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে দিল্লির সরকারকে ফেলে দিতে। আমরা এটা কিছুতেই হতে দেব না।'

এর আগে চার বার সমন পেয়েও যাননি কেজরিওয়াল। মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে থাকার কারণে প্রথম বার ইডির দপ্তরে হাজিরা দেননি তিনি। এর পর কখনও অন্য কাজ থাকার কথা, কখনও ১০ দিনের উপাসনায় যোগ দেওয়ার কথা জানিয়ে সমন এড়িয়ে গিয়েছেন আপ প্রধান। তিনি এ-ও অভিযোগ করেন যে, তাঁকে 'বেআইনি ভাবে' সমন পাঠানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা কৌশল বলেও দাবি করেন তিনি। ইডির পদক্ষেপের নেপথ্যে রাজনৈতিক প্ররোচনা রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

গত বছর এপ্রিলে এই মামলায় কেজরিওয়ালকে ন'ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। যদিও এই মামলায় তিনি অভিযুক্ত নন। সে সময় কেজরিওয়াল বলেছিলেন, 'সিবিআই মোট ৫৬টি প্রশ্ন করেছে। সব কিছু ভুয়ো। ভুয়ো মামলা। আমি নিশ্চিত, আমাদের বিরুদ্ধে ওদের কোনও প্রমাণ নেই।' প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত আপের দুই প্রবীণ নেতা মণীশ সিসোদিয়া এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং তিহারে রয়েছেন। অভিযোগ, দিল্লি সরকারের ২০২১-২২ সালের আবগারি নীতি বেশ কিছু মদ ব্যবসায়ীকে সুবিধা করে দিচ্ছিল। এই নীতি প্রণয়নের জন্য যাঁরা ঘুষ দিয়েছিলেন, তাঁদের সুবিধা করে দিচ্ছিল। আপ সরকার সেই অভিযোগ মানেনি। সেই নীতি পরে খারিজ করা হয়।

প্রয়াত পুনম পাণ্ডে!

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি: প্রয়াত পুনম পাণ্ডে! বৃহস্পতিবার রাতে পুনমের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। তারকার টিম নাকি এই খবর নিশ্চিত করেছে। পুনমের ভেরিফায়েড সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলেও শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর মানলে, কানপুরে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তারকা।

শুক্রবার পুনমের ভেরিফায়েড সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে তাঁর টিমের পক্ষ থেকে লেখা হয়, 'এই সকালটা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, জরায়ুমুখে ক্যানসারের জেরে আমরা আমাদের প্রিয় পুনমকে হারিয়েছি।'জীবনকালে পুনম কতটা উদার ছিলেন এবং প্রত্যেককে কত ভালোবাসা দিয়েছেন তাও এই বিবৃতিতে জানানো হয়। সবশেষে বিবৃতি লেখা হয়, 'অকালে অভিনেত্রীর চলে যাওয়াকে ব্যক্তিগত ক্ষতি হিসেবে দেখুন, তাঁর স্মৃতির জন্য এটুকু অনুরোধ রইল।' কানপুরে জন্ম পুনমের। মডেলিংয়ের মাধ্যমে শুরু কেরিয়ার।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNAGAR/NIQ-55/EE/2023-24** for "Supplying and delivery of LED Street Light" & **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/BEUP/NIT-35/2nd CALL/2023-24** for "Installation of High Mast light at Kaltala under BEUP". The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender Id: **2024_MAD_658698_1 & 2024_MAD_659205_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

NOTICE INVITING TENDER
E-TENDER invited By the Prodhan Jaleswar-II Gram Panchayat , Gaighata Block, North 24 Parganas. **e-NIT No :- 2024_ZPHD_656516_1, e-NIT No :- 2024_ZPHD_656516_2, e-NIT No :- 2024_ZPHD_656516_3, e-NIT No :- 2024_ZPHD_656516_4, e-NIT No :- 2024_ZPHD_656468_2.** Date of Closing :- 07.02.2024 at 3.00 P.M Date of Opening :- 09.02.2024 at 3.00 P.M For all detail please visit Website :- **http://etenderer.wb.nic.in** or **http://wb-tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jaleswar -II Gram Panchayat
Gaighata Development Block,
North 24 Parganas

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT QUOTATION NOTICE
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **Tender Title:AMRUT2.0/eNIT-01 (2nd call)/2023-24. Tender Id: 2024_MAD_659210_1, 2024_MAD_659210_2, 2024_MAD_659210_3.** Last Date of receiving application **24.02.2024. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-17 OF 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 16 nos. works under Basirhat Municipality.e-Tender Start Date: **02.02.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **17.02.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson,
Basirhat Municipality

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 29/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 6 nos Electric & Civil works. Bid Submission start-**01/02/2024,** Ends- **16/02/2024** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৫৬৮৫৮৫, তারিখ ০২.০২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিরেক্টর/এমডিজেডটিআই, খড়গপুর, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত পরিষেবার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। **আইটেম ক্যাটিগরি/কাজের নাম ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্ট বিড—২৪ মাস সময়সীমার জন্য এমডিজেডটিআই/মেক/খড়গপুরে ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, অ্যাপ্রেন্টিস হোস্টেল, ডিভিশনাল লোকো পাইলট হোস্টেল এবং ওয়ার্কশপ রেস্ট হাউসের জন্য ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে ট্রেনিং সেন্টারের কম্প্রিহেনসিভ আপকিপ। **১৮% হারে জিএসটি সহ কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৮৭,৭৪,১৭২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** নেই। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০২.২০২৪ এ বেলা ১১টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** **www.gem.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.gem.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-1094)**

NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No.- 21/2023-24 -Dated -19/01/2024 - 22/2023-24 -Dated -19/01/2024 – 5 Nos Schemes under** 15th F.C. Bid Submission End Date: **06/02/2024 upto 6 PM.** Technical Bid Opening Date-9/02/2023. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day .
Sd/-
Prodhan
Chandpara Gram Panchayat
Gaighata Block ,N.24 Pgs.

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT, DIST:- PURBABURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 40 D.M/ENGG Date-01/02/2024, E-NIT 41 D.M/ENGG Date-01/02/2024, E-NIT 42 D.M/ENGG Date-01/02/2024, E-NIT 43 D.M/ENGG Date-01/02/2024,E-NIT 44D.M/ENGG Date-01/02/2024.** For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org** & **wbtenders.gov.in.** Office ph no **7478003845.**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

NIeT No. 11/BDO, KANDI/MP FUND/2023-2024 (2nd Call)
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/ companies/ Engineering co-operative for Construction of PCC road including protection wall at Gokarna-I GP and Tender Cost Rs.11.46 lakh of the Block Development Officer, Kandi Development Block for the project of MP FUND.
Start date of downloading of documents: **02/02/2024 from 18.00 hours.**
Last date of downloading of documents:- **10/02/2024 upto 15.00 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders. gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kandi Development Block
Kandi, Murshidabad

Serampore-Uttarpara Block Development Office
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited by the Block Development Officer, Serampore-Uttarpara Development Block vide **NIT No.: 16/SU/2023-24 & Memo No.: 150/SU, Date: 02/02/2024** for Construction of two nos. PCC road under Serampore-Uttarpara Development Block. Last Date for Submission of Tender: **10/02/2024 up to 04:00 PM.Tender ID No.: 2024_ZPHD_658961_1 & 2.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned Office.
Sd/-,
Block Development Officer
Serampore-Uttarpara Development Block

Champahati Gram Panchayet
Baruipur Panchayet Samity, South 24 PGS, 743330
Notice Inviting E-Tender
e-Tender is invited from Bonafide resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: i) 143/5th_FC, ii) 144/5th_FC, iii) 145/5th_FC, iv) 146/5th_FC, v) 147/5th_FC, vi) 148/5th_FC & vii) 149/5th _FC (7 Nos.) Date: 03.02.2024.** Bid Submission Start Date: **03.02.2024 at 10:00 AM.** Bid Submission End Date: **21.02.2024 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date: **23.02.2024 at 10:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Champahati Gram Panchayet

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-09 of 2023-24 (3rd call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 2 nos 300mm x 200mm dia 300 mtr. Deep Tube Well at ward No. 15 & 22 within basirhat Municipal Area. e-Tender Start Date: **02.02.2024 at 9.00 am.**Closing Date: **17.02.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson,
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-18 of 2023-24 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 19 nos. works under Basirhat Municipality.e-Tender Start Date: **02.02.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **17.02.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit:**www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson,
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-16 OF 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Electro-Mechanical work for Sinking of Two (2) nos. DTW near the OHR at Ward No. 15 & 22 under Basirhat Municipality . e-Tender Start Date: **02.02.2024 at 9.00 am.**Closing Date: **17.02.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson,
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-19 of 2023-24 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for LEASE OF COLLECTION OF TOLLS FROM THE GOODS CARRIER VEHICLES ON THE ROAD AND LOCATION MENTIONED IN ANNEXERE- A FOR THE YEAR 2024-25.e-Tender Start Date: **02.02.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **10.02.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson,
Basirhat Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
1st Call 4th Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 80/WS/Eng/23 Dt. 11.12.2023
Bid Submission period : 09.02.2024 instead of 31.01.2024. visit to website : **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Mallickpur Gram Panchayat
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 6 Nos. scheme vide **NIT No.: 46/MGP/23-24 & 47/MGP/23-24, Date: 02.02.2024** under 15th FC Tied, 5th SFC Tied & Untied Fund. Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **02.02.2024 from 18:00 PM.** Bis Submission Closing Date (Online): **12.02.2024 upto 11:00 AM.** Tender Opening Date (Online) : **15.02.2024 at 11:00 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2024_ZPHD_659911_(1to 3), 2024_ZPHD_659812_(1to 3)** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Mallickpur Gram Panchayat

Dhosa Chandaneswar Gram Panchayet
Joynagar-I Panchayet Samity, South 24 PGS, 743337
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Bonafide resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT No.: 36/XVFC (1 No.), Date: 03.02.2024.** Bid Submission Start Date: **03.02.2024 at 10.00 AM.** Bid Submission End Date: **21.02.2024 up to 10:00 AM.** Bid Opening Date: **23.02.2024 at 10:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Dhosa Chadaneswar Gram Panchayet

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
167/GPW/ WBFDC/2023-24	Supply of Seedlings at Tall Tree Nursery under Jawharkunja Range.	03.02.2024	19.02.2024

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/454/23-24 Dated 02.02.2024	Construction & repairing Bituminous work at border of ward no-02, 03 near Panchpota Kalimata club to Policepara under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 8,90,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/457/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of concrete road from (A) H/O Sushanta Chakraborty to H/O Santosh Kr. Mondal via H/O Mrityunjoy Das , (B) Chakraborty House to H/O Raju Naskar & (C) Sharma Kathgola to H/O Hiranmoy Gayen via H/O Anil Koyal beside Ghasiara School at Ghasiara Madhyapara in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 8,65,584.00
WBMAD/ULB/ RSM/458/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of Concrete Road from Ghasiara Madhyapara Amrakojon Club to H/O Sanjoy Mondal (beside Dolmath) in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,09,284.00

Bid Submission end date: **12.02.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY, RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2596/RM Date – 02.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-24e/2023-24/SL1 to SL2
Tender ID : 2024_MAD_659149_1 to 2
Name of the work: SL1-Construction Of Additional Infrastructure (Internal Segregation Compartment) Within Existing Interim Process Unit At Ranaghat Sanitary Land Fill Site Within Anuliya Under Solid Waste Management. SL-2 Construction Of Cement Concrete Road From Main Approch Road To Central Processing Unit Inside Sanitary Land Fill Site Within Ranaghat Municipality Under Solid Waste Management. Last Date of Submission of Bid : **19.02.2024.**
Memo. No. 2597/RM Date–02.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-17e/2023-24/2nd Call/SL1
Tender ID : 2024_MAD_659228_1
Name of the work: Conversion Of Riksaw Stand (Constructed With Ihsdp-Ii) To 8 Nos Shop Rooms Near Srija At Nasra(S) Lane-5 In Ward No 18 With in Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid: **19.02.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/455/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of (A) Concrete Road & Drain from H/O Gobindra Ghosh to H/O Ashok Ghosh at Noapara & (B) Concrete Road from H/O Shikha Nath to H/O Uttam Sanfui at Gorokhonathtala in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,74,435.00
WBMAD/ULB/ RSM/456/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of Concrete Road from H/O Debasish Purkait to Chowdhury House at Petkata Gali in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,22,880.00
WBMAD/ULB/ RSM/459/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of concrete road with surface drain at Abhoy Dr. Lane (Bombay shop) at Ward No. 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,812.00
WBMAD/ULB/ RSM/460/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of surface drain at Pulin Bihari road at Ward No. 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,65,946.00
WBMAD/ULB/ RSM/461/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of concrete road with surface drain at Abhoy Dr. Road Bylane (SAMBHU) at Ward No. 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,45,788.00
WBMAD/ULB/ RSM/462/23-24 Dated 02.02.2024	Construction of concrete road with surface drain at Abhoy Dr. Lane(Dipak Ghosh) at Ward No. 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,28,892.00

Bid Submission end date: **12.02.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
(Government Aided, NAAC Accredited College,affiliated to Vidyasagar University)
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur
E-mail:principaldebra@gmail.comWebsite:www.debracollege.ac.in
NOTICE INVITING TENDER
E-Tender ID :2024_DHE_659940_1) dated: 02/02/2024
Tender Ref No- dtsksm/NIT52/2023_2nd_Call dt 02/02/2024
E-Tenders are invited from eligible Suppliers/Firms/agencies/ having successfully completed similar nature of works with adequate working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website https://wbtenders.gov.in.
Information about the work:

Name of the work	Procurement of laboratory equipments for Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya, Paschim Medinipur sanctioned vide memo no-695-Edn(CS)/HED-17011(99)/1/2023) dt- 09-10-2023
Bid Submission Start Date	03-02-2024 at 10AM
Bid Submission End Date	12-02-2024 at 4PM

Sd/-
(Dr.Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৫২, তারিখ ঃ ০১.০২.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩৩/২৩-২৪/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** এএসটিই/I/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ট্র্যাক নবীকরণ কাজ সম্পর্কিত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৯১,৯১,৯২১.৭৭ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,৪৬,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৬.০২.২০২৪। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ০১.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০১.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in। কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে ''মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের'' গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমরূপ কাজঃ** ''প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি''-এর যে কোনও একটি কাজ বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য সমরূপ কাজ হিসাবে বিচার্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্বপ্রত্যয়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে। SDAH-365/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 232, KOLKATA, SATURDAY, 3 FEBRUARY 2024, PAGE 8

বিশাখাপট্টনম টেস্ট ভারতের হয়ে খেললেন একা জয়সোয়ালই

নিজস্ব প্রতিনিধি: যশস্বী জয়সোয়ালের ১৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংসে বিশাখাপট্টনমের নিষ্প্রাণ উইকেটে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে ৩৩৬ রান তুলে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ভারত। হায়দরাবাদের সঙ্গে এ মাঠের উইকেটের পার্থক্য স্পষ্ট;স্পিনাররা তেমন বড় সহায়তা পাননি।

এরপরও প্রথম ইনিংসে বড় স্কোর গুরুত্বপূর্ণ, ভারত সেখানে খুব বেশি পিছিয়ে নেই হয়তো। কিন্তু সেখানে ভারতকে প্রথম দিন একা টেনেছেন জয়সোয়ালই। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট নেওয়ায় ইংল্যান্ডেরও অখুশি হওয়ার কথা নয় সেভাবে।

দিনে সর্বনিম্ন জুটিটি অবিচ্ছিন্ন ৬ রানের, সর্বোচ্চটি ৯০ রানের। এর প্রতিটিতেই ছিলেন জয়সোয়াল। তরুণ এ বাঁহাতি ছাড়া ভারতের আর কোনো ব্যাটসম্যান ফিফটির দেখাও পাননি। প্রথম দিনে ভারতের ৫৩.২৭ শতাংশ রান জয়সোয়াল একাই করেছেন, নিজের ইনিংসও গড়েছেন দারুণভাবে। সতর্ক থেকেছেন যেমন, তেমনি আক্রমণেও সাহসী। দিনে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে আঁটসাঁট বোলিং জেমস অ্যান্ডারসনের। তিনি ছাড়া বাকি সবাই দিয়েছেন ৩-এর ওপর করে রান। তবে একটি বল দিয়েই ইংল্যান্ড ৯৩ ওভার বোলিং করেছে।

৪১ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন, 'পার্ট টাইমার' জো রুট, ১ ম্যাচের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টম হার্টলির পর অভিষিক্ত শোয়েব বশির;দিনের প্রথম ঘণ্টায় টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামা ইংল্যান্ড বোলারদের ক্রম ছিল এমন। শুরুতে সতর্ক ছিলেন রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সোয়াল; যদিও সুযোগ পেলে ব্যাট চালিয়েছেন পরের জন। প্রথম ঘণ্টায় ভারতের ৪টি চারের সব কটিই জয়সোয়ালের।

ড্রিংকসের পরপরই প্রথম আঘাতটি করেন বশির, তাঁকে ফ্লিক করতে গিয়ে লেগ স্লিপে ক্যাচ দেন ৪১ বলে ১৪ রান করা ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। শুবমান গিল অবশ্য ইতিবাচক ছিলেন, দ্রুতগতিতে এগিয়ে মোমেন্টামটাও এনে দিচ্ছিলেন ভারতের পক্ষে। ৫ চারে ৩৪ রান করে ফেলেন গিল, এর মধ্যে দুটি ছিল অ্যান্ডারসনের বলে।

সেই অ্যান্ডারসনেরই অফ স্টাম্পের বাইরের ওবল সিমের বলে খোঁচা দিয়ে গিল ধরা পড়েন উইকেটের পেছনে, ৪৬ বলে ৩৪ রানে। এ নিয়ে পঞ্চমবার অ্যান্ডারসনের বলে আউট হলেন গিল। এ নিয়ে ২২টি ভিন্ন পঞ্জিকাবর্ষে উইকেটের দেখা পেলেন ৪১ পেরোনো অ্যান্ডারসন; টেস্ট ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে এ কীর্তি হলো তাঁর।

মধ্যাহ্নবিরতির আগেই ফিফটি পেয়ে যান জয়সোয়াল। বশিরের বলে ম্যাচের প্রথম ছক্কার পর রেহান আহমেদের মিসফিল্ডে চার পেয়ে মাইলফলকে যান এ বাঁহাতি। অ্যান্ডারসনকে মারা শ্রেয়াসের চারে শেষ হয় প্রথম সেশন, ওই শটে পূর্ণ হয় ভারতের ১০০। তাতে প্রথম সেশনে দুই দলেরই ভাগ থাকে প্রায় সমান।

মধ্যাহ্নবিরতির পরের শুরুটা ধীরলয়েই করেছিলেন জয়সোয়াল ও শ্রেয়াস; তবে দুজনই গতি বাড়াতে থাকেন। এ সেশনে শুধু শ্রেয়াসের উইকেটই হারায় ভারত, যোগ করে ১২২ রান। হার্টলির নিচু হওয়া বলে কট বিহাইন্ড হন শ্রেয়াস, যে ক্যাচ বেশ ভালোভাবে নেন বেন ফোকস।

তার আগে ৭৩ রানে হার্টলির বলে স্লিপে কঠিন একটা সুযোগ দিয়েছিলেন জয়সোয়াল, তাতে শুধু আঙুলই লাগাতে পারেন রুট। সেই হার্টলিকেই ৪৯তম ওভারে ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে মারা ছক্কায় ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ও দেশের মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি পান জয়সোয়াল, লেগেছে ১৫১ বল। হায়দরাবাদে প্রথম ইনিংসে ৮০ রানে থামলেও এবার আর সুযোগ হারাননি।

চা-বিরতির আগে ও পরে অভিষিক্ত রজত পাতিদারের সঙ্গে জয়সোয়ালের জুটিতে ওঠে আরও ৭০ রান, যেটি ভাঙে পাতিদার একটু অদ্ভুতভাবে রেহানের বলে বোল্ড হলে। পাতিদার ডিফেন্ড করেছিলেন, তবে ব্যাটের ওপরের অংশে লেগে বল যায় স্টাম্পে।

রবীন্দ্র জাদেজা নেই বলে ইংল্যান্ডের সামনে ভারতের লোয়ার মিডল অর্ডার দুর্বল হয়েই ধরা দেওয়ার কথা; কিন্তু অক্ষর প্যাটেল জয়সোয়ালকে সঙ্গ দেন ভালোই। বশিরকে কাট করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তোলার আগে জয়সোয়ালের সঙ্গে ৫২ রান যোগ করেন অক্ষর। তাঁর উইকেটটি ইংল্যান্ড পেয়েছে পুরোনো বলেই, সেটিতেই এসেছে শ্রীকর ভরতের উইকেটও। দিনের মিনিট পাঁচেক খেলা বাকি থাকতে তিনিও দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ, এবার রেহানের বলে বশিরের হাতে।

রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়ে দিনটা শেষ করেছেন জয়সোয়াল, যেটি ছিল আক্ষরিক অর্থেই তাঁর দিন!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস ৯৩ ওভারে ৩৩৬/৬

(জয়সোয়াল ১৭৯*, রোহিত ১৪, গিল ৩৪, শ্রেয়াস ২৭, পাতিদার ৩২, অক্ষর ২৭, ভরত ১৭, অশ্বিন ৫*; অ্যান্ডারসন ১/৩০, রুট ০/৭১, হার্টলি ১/৭৪, বশির ২/১০০, রেহান ২/৬১)

১ম দিন শেষে

অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'অচেনা' বার্টলেটে আটকা ক্যারিবীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর একটা ওভার বোলিং করার সুযোগ পেলে হয়তো সুখবর জানানো ব্যক্তির রেকর্ডটাই ভেঙে ফেলতেন জাভিয়ের বার্টলেট।

দিন দশেক আগে বার্টলেটকে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার খবরটা দিয়েছিলেন নির্বাচক টনি ডডমেইড। তিন দশকের বেশি সময় আগে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ডডমেইডের একটি রেকর্ড এখনো অক্ষত। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওয়ানডে অভিষেকে সেরা বোলিং (৫/২১) তাঁর। আজ ওয়ানডে অভিষেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রেকর্ডটা হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিলেন বার্টলেট। ৯ ওভার বল করে ১৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

রেকর্ড গড়া না হলেও অভিষিক্ত বার্টলেটের এই বোলিংই অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ জয়ের পথ করে দিয়েছে। মেলবোর্নে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৪ ওভারে ২৩১ রান করে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ট্রাভিস হেড ফিরে গেলেও পরের তিন ব্যাটসম্যানই খেলেছেন বড় ইনিংস। এর মধ্যে ৪৩ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলে রানের গতি বাড়িয়ে দিয়ে যান জশ ইংলিস। আর তৃতীয় উইকেটে ১৪৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে জয় নিশ্চিত করেন স্টিভ স্মিথ ও ক্যামেরন গ্রিন। প্যাট কামিন্সের অবর্তমানে অধিনায়কত্ব করা স্মিথ অপরাজিত থাকেন ৭৯ বলে ৭৯ রানে। আর গ্রিন মাঠ ছাড়েন ১০৪ বলে ৭৭ রান নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতে নেয় ৬৯ বল হাতে রেখে দিয়েই।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বোলাররাই মূল কাজটি করে দিয়ে যান। টসে জিতে স্মিথ বেছে নেন বোলিং, শুরুতেই বল তুলে দেন দুই অভিষিক্ত ল্যান্স মরিস ও বার্টলেটের হাতে। ১৯৯৭ সালে গ্যাবায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যান্ডি বিকেল ও অ্যাস্থনি স্টুয়ার্টের পর ঘরের মাঠে দুই অভিষিক্ত দিয়ে বোলিং শুরু এই প্রথম। ২৫ বছর বয়সী মরিস অবশ্য অভিষেক রাঙাতে পারেননি। ১০ ওভার বল করে ২টি মেডেন নিলেও ৫৯ রান দিয়ে উইকেটশূন্য। তবে অন্য প্রান্তে বার্টলেট ছিলেন দারুণ ছন্দে। নিজের তৃতীয় বলেই বোল্ড করেন জাস্টিন গ্রিভসকে। পরের ওভারে ফেরান আরেক ওপেনার অ্যালিক অ্যাথানেজকেও। নিজের পঞ্চম ওভারের শেষ বলে ক্যারিবীয় অধিনায়ক শেই হোপকেও তুলে নেওয়ার পর বার্টলেটের বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ৫-১-৮-৩।

'অচেনা' বার্টলেটের তোপে ৩৭ রানে ৩ উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫৯ রানে হারায় চতুর্থ উইকেট। এরপর রোস্টন চেজকে নিয়ে কিসি কার্টি দলকে টেনে তোলেন। দুজনের ১১০ রানের পঞ্চম উইকেট জুটি থামে অ্যাডাম জাম্পার বলে চেজ বোল্ড হলে (৬৭ বলে ৫৯)। শতকের সম্ভাবনা জাগানো কার্টির আউট অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক।

হেইডেন ওয়ালশের রানের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে শন অ্যাবোটের সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট হন এই ডানহাতি। ৬ চার ২ ছয়ে গড়া ১০৮ বলের ইনিংসটি থামে ৮৮ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ দিকে ৩৮ রানে ৫ উইকেট হারালে ৪৯তম ওভারেই ২৩১-এ আটকে যায় দলটি। বার্টলেট ইনিংস শেষ করেন ৯ ওভারে ৪ উইকেট নিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে অভিষেকে দ্বিতীয় সেরা বোলিং এটি। ১৯৮৮ সালে পার্থে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ডডমেইডের ২১ রানে ৫ উইকেট এখনো সেরা।

তবে ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপের সেই ম্যাচে ডডমেইড ম্যাচসেরা হতে না পারলেও বার্টলেট ঠিকই পেয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৮.৪ ওভারে ২৩১ (অ্যাথানেজ ৫, গ্রিভস ১, কার্টি ৮৮, হোপ ১২, হজ ১১, চেজ ৫৯, ওয়ালশ ২০, শেফার্ড ০, ফোর্ড ১৯, মোতি ৩, থমাস ২*; মরিস ০/৫৯, বার্টলেট ৪/১৭, অ্যাবোট ২/৪২, গ্রিন ২/৪০, জাম্পা ১/৫৬, শর্ট ০/১২)।

অস্ট্রেলিয়া ৩৮.৩ ওভারে ২৩২/২ (হেড ৪, ইংলিস ৬৫, গ্রিন ৭৭*, স্মিথ ৭৯*; ফোর্ড ১/৩৭, থমাস ০/৪০, মোতি ১/৫৮, শেফার্ড ০/১৪, ওয়ালশ ০/৪১, চেজ ০/৩১, হজ ০/১০)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী। ম্যাচসেরা জাভিয়ের বার্টলেট।

শতাব্দীর সেরা লাফের পদক বিক্রি হল ৫ কোটি টাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৬৮ মেক্সিকো অলিম্পিকে দীর্ঘ লম্ফে ২৯ ফুট লাফিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন বব বিমন। সেই ইভেন্টে জেতা সোনার পদকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলো যুক্তরাষ্ট্রের এই কিংবদন্তির। পদকটি তিনি নিলামে তোলার পর গতকাল তা ৪ লাখ ৪১ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা ৪ কোটি ৮৩ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।

নিউইয়র্কে নিলাম প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টিতে পদকটি নিলামে তোলার আগে ৭৭ বছর বয়সী বিমন বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'এখন এটা (পদক) হাতবদলের সময়।'

তাঁর সেই লাফ ঐতিহাসিক এবং 'শতাব্দীর সেরা লাফ' বলা হয়। মোট ৮.৯ মিটার কিংবা ২৯ ফুট সোয়া ২ ইঞ্চি দূরত্ব লাফ দিয়ে পার হয়েছিলেন বিমন। এই ইভেন্টে আগের রেকর্ডটি ভেঙেছিলেন ২২ ইঞ্চি দূরত্বে এগিয়ে থেকে। ১৯৯১ টোকিও বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের আগপর্যন্ত বিশ্ব রেকর্ড ছিল বিমনের সেই লাফ। সেবার ২৯ ফুট সোয়া ৪ ইঞ্চি দূরত্ব লাফিয়ে বিমনের রেকর্ড ভেঙেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রেরই সাবেক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলেট মাইক পাওয়েল।

খেলাধুলায় জেতা বিভিন্ন পুরস্কার এখন অনেকেই নিলামে তোলেন। ক্রিস্টির বিশেষজ্ঞরা বিমনের পদকের আনুমানিক দাম ধরেছিলেন ৪ লাখ থেকে ৬ লাখ ডলারের মধ্যে। বিমন আশা প্রকাশ করেছিলেন, এই পদক যিনি নিলামে কিনবেন, তিনি 'অ্যাথলেটিক অর্জনের গুরুত্বটা বুঝবেন'। এএফপিকে বিমন আরও বলেছেন, 'পদকটি দেখানোর দারুণ একটা উপায় হলো নিলামে তোলা। তবে স্মৃতিটা সংরক্ষণ করাও লক্ষ্য।'

পদকটি কে কিনেছেন, সেটি ক্রিস্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। কর এবং নিলাম ঘরের ফি বাদে পদকটির প্রকৃত দাম উঠেছে সাড়ে তিন লাখ ডলার।

১৯৬৮ অলিম্পিকের দীর্ঘ লম্ফ ইভেন্টের বাছাইপর্বে দুবার ওভারস্টেপিং করায় বিমনের চূড়ান্ত পর্বে ওঠা নিয়েই সংশয় ছিল। তবে ১৯৬৮ সালের ১৮ অক্টোবরের সেই 'অসাধারণ দিন'টি ভুলে যাননি বিমন। দিনটি নিয়ে বলেছেন, 'সেদিন...সবকিছুই নিখুঁত ছিল আমার জন্য। বাতাসও আমার অনুকূলে ছিল। আবহাওয়াও অনুকূলে ছিল। লাফ দেওয়ার পর বৃষ্টি নেমেছে। প্রাথমিক বাছাইয়ে কিছু ভুল করেছিলাম। চূড়ান্ত পর্বে লক্ষ্য ছিল, একটি নিখুঁত ও বৈধ লাফ দেব। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, এটা শুধু লাফ ছিল না, ইতিহাসের একটি মুহূর্ত হয়ে যায়।'

জেতিকান সিতোরিউ ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজন করেছিল ২৫তম বঙ্গভূমি কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেতিকান সিতোরিউ ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি আয়োজন করেছিলো '২৫' তম বঙ্গভূমি কাপ এনকেডিএ ফুটবল স্টেডিয়ামে। বলাবাহুল্য চ্যাম্পিয়নশীপটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে সফল হয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, গ্রীস ও মালয়েশিয়া এই পাঁচটি দেশ এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলো। মোট

প্রতিযোগী ছিলো ৭১৫ জন। টুর্নামেন্টের আয়োজক কিয়োশি জয়ন্ত কুমার কর্মকার বলেছেন ; ক্ষুএটা কোনো চ্যাম্পিয়নশীপ নয়। বরং অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বকে অটুট রাখার একটি মাধ্যম। যেখানে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি দেশ থেকে সকল প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম পেয়েছে। ক্ষু টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থানাধিকারী হয়েছে মালয়েশিয়া(১টি স্বর্ণ ও ১টি রৌপ্য পদক)। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশটি হলো বাংলাদেশ। (১০টি স্বর্ণ , ৫টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক)। ৬০টি পদক অর্জন করে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। (৩৫টি স্বর্ণ,১৫টি রৌপ্য ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদক)। ভারতের প্রতিযোগীরা চ্যাম্পিয়নশীপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে।

৪১ পেরিয়ে অ্যান্ডারসনের 'নতুন' রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেমস অ্যান্ডারসন বোলিংয়ে আসার পরপরই টেলিভিশন ধারাভাষ্যে তাঁর গুণগান শুরু হলো আরেকবার। ক্রিকইনফোর বল বাই বল ধারাভাষ্যে পাঠকেরা শুরু করলেন; অ্যান্ডারসনের যখন অভিষেক, তখন তাঁরা কে কী করতেন। ২১ বছর আগে কে কোথায় ছিলেন, সেটি হুট করে অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে না।

তবে অ্যান্ডারসন ব্যতিক্রম। ২০০৩ সালেও টেস্ট ক্রিকেট খেলছিলেন, এখনো খেলছেন। বিশাখাপট্টনমে আজ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার। সেখানে আজ আরও কিছু কীর্তিও গড়ে ফেলেছেন তিনি।

এ নিয়ে ২২তম পঞ্জিকাবর্ষে টেস্ট খেলতে নামলেন অ্যান্ডারসন। তাতে শিবনারায়ণ চন্দরপলকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। ১৯৯৪ থেকে

২০১৫;টানা ২২ বছর খেলেছেন চন্দরপল। এ দুজনের ওপরে আছেন শুধু শচীন টেন্ডুলকার;১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত টানা ২৫ বছর টেস্ট খেলেছেন তিনি।

২০০৩ সালে অ্যান্ডারসনের অভিষেক উইকেট ছিল জিম্বাবুয়ের মার্ক ভারমিউলেনের। শুবমান গিলের উইকেটটি তাঁর ৬৯১তম। এ নিয়ে ২২টি ভিন্ন পঞ্জিকাবর্ষে টেস্ট উইকেট নিলেন অ্যান্ডারসন। এই কীর্তি নেই আর কারও। টেন্ডুলকার ক্যারিয়ারে দুটি বছর বাদে বাকি সব কটিতেই বোলিং করেছেন, তবে উইকেট পেয়েছেন ১৩টি ভিন্ন বছরে। আর চন্দরপল উইকেট নিয়েছেন ৫টি আলাদা বছরে।

গত জুলাইয়ে ৪১ পূর্ণ করেছেন অ্যান্ডারসন। মানে গিলের উইকেটটি ৪১তম জন্মদিনের পর নিলেন অ্যান্ডারসন। ৪১তম জন্মদিনের পর উইকেট নেওয়ার কীর্তি অ্যান্ডারসনের আগে সাতজন পেসারের ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ উইকেট গ্রাহাম গুচের, ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গ্যাবায় ৪১তম জন্মদিনের পর উইকেট পেয়েছিলেন তিনি।

অ্যান্ডারসনের বয়স। ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বেশি বয়সী পেসার হিসেবে টেস্ট খেলতে নামলেন তিনি। ছাড়িয়ে গেলেন লালা অমরনাথকে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অমরনাথ নেমেছিলেন ৪১ বছর ৯২ দিন বয়সে।

কলম্বো টেস্টে দুই ফার্নান্ডো আর জয়াসুরিয়ার দাপটে শ্রীলঙ্কার দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান মনে রাখার মতো বেশ কিছু ম্যাচ উপহার দিয়েছে। সেগুলো সবই ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। টেস্টে আজই প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল।

টস করতে নেমে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার সঙ্গে বেশ মজাই করেছেন হাশমতউল্লাহ শহীদি। ডি সিলভার মুখের কাছে শহীদি নিজেই মাইক্রোফোন নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, ব্যাটিং নাকি বোলিং; আগে কী করতে চান?

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে দুজনই আসলে নতুন। আফগানিস্তানের ব্লেজার পরে শহীদি প্রথমবার টস করেছেন গত বছরের জুনে, বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুরে। প্রথমবার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে ধনঞ্জয়ার। শ্রীলঙ্কার ১৮তম টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হল তাঁর।

টেস্ট নেতৃত্বের অভিষেকে টস জিতেছেন ধনঞ্জয়া। তিনি শহীদির আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে এর পরের গল্পটা 'দুই ফার্নান্ডো' বিশ্ব ও আসিতা এবং প্রবাত জয়াসুরিয়ার। ধনঞ্জয়ার সিদ্ধান্তকে যেন সঠিক প্রমাণ করতেই নেমেছিলেন তাঁরা। এ তিনজনের দাপুটে বোলিংয়ে আফগানিস্তান প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গেছে ১৯৮ রানে।

জবাবে বিনা উইকেটে ৮০ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছে শ্রীলঙ্কা, আফগানদের চেয়ে পিছিয়ে আছে ১১৮ রানে। বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ব্যাটসম্যানরাও যেভাবে শুরু করেছেন, তাতে প্রথম দিনটা নিজেদের করে নেওয়ার পাশাপাশি ম্যাচের নিয়ন্ত্রণটাও যে নিতে চলেছে লঙ্কানরা;এমন ধারণা করাই যায়।

এই টেস্টে দুই দল মিলিয়ে আজ অভিষেক হয়েছে পাঁচজনের। শ্রীলঙ্কার চামিকা গুনাসেকারা এবং আফগানিস্তানের নুর আলী জাদরান, জিয়া উর রেহমান, মোহাম্মদ সালিম ও নাভিদ জাদরানের।

এবারের বিপিএলে ফরচুন বরিশালের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলা ইব্রাহিম জাদরানকে ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আসিতা ফার্নান্ডো। শুরুর ধাক্কাটা অবশ্য ভালোভাবেই সামলে উঠেছিল আফগানিস্তান। অভিষিক্ত নুর ও অধিনায়ক শহীদির সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উইকেটে পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের জুটি গড়েন রহমত শাহ। কিন্তু উইকেটে থিতু হওয়ার পর নুর-শহীদি দুজনই

বাঁহাতি পেসার বিশ্ব ফার্নান্ডোর শিকার হন।

দুই ফার্নান্ডোর পর জয়াসুরিয়ার ঘূর্ণিতে দিশাহারা হয়ে ওঠে আফগানরা। তাঁর বলে কোনো রান না করেই বোল্ড হন নাসির জামাল। এরপর সর্বোচ্চ ৯১ রান করা রহমতকে ফিরিয়ে সফরকারীদের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটাও দেন জয়াসুরিয়া।

রহমত আউট হওয়ার পর আফগানিস্তানের আর কেউ ব্যাট হাতে তেমন অবদান রাখতে পারেননি। আসিতা ও বিশ্ব দ্রুত উইকেট তুলে নিয়ে আফগানদের ২০০-এর আগেই আটকে দেন। একপর্যায়ে ২ উইকেটে হারিয়ে ১০৯ রান তুলে ফেলা আফগানিস্তান আর ৮৯ রান যোগ করতেই শেষ ৮ উইকেট হারায়।

প্রথম ইনিংস শুরু করতে নেমে ওয়ানডে ঢঙে ব্যাট করতে নামেন লঙ্কানদের সদ্য সাবেক টেস্ট অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে ও তাঁর উদ্বোধনী সঙ্গী নিশান মাদুশকা। দুজনের দারুণ ব্যাটিংয়ে ১৪ ওভারেই ৮০ রান তুলে ফেলে শ্রীলঙ্কা। করুণারত্নে ৪২ ও মাদুশকা ৩৬ রান নিয়ে আগামীকাল দ্বিতীয় দিন শুরু করবেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ১ম ইনিংস ৬২.৪ ওভারে ১৯৮

(রহমত ৯১, নুর ৩১, কাইস ২১, ইকরাম ২১; বিশ্ব ৪/৫১, আসিতা ৩/২৪, জয়াসুরিয়া ৩/৬৭)

শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ১৪ ওভারে ৮০/০

(করুণারত্নে ৪২*, মাদুশকা ৩৬*; মাসুদ ০/১৮, সালিম ০/১৯)

১ম দিন শেষে

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**